পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 327 Sunday, 1 November 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩২৭ সংখ্যা * ১৪ কার্তিক ১৪৩৩, রবিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

আজ বিরোধীদের মহাসমাবেশ, রামলীলা ময়দানে মমতা-রাহুল



নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ 'ভোটচুরি'র অভিযোগ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফের আন্দোলনের পথে বিরোধী জোট। রবিবার, ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে মেগা প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছে 'বিরোধী জোট। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব-সহ একাধিক বিরোধী নেতার। এই কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজধানীতে। অন্যদিকে, সম্ভাব্য বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও যান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে দিল্লি পুলিশ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণের দাবিও তুলেছে বিরোধী শিবিরের নেতারা। সেই প্রতিবাদেরই বড় মঞ্চ হতে চলেছে রামলীলা ময়দান। এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে ইতিমধ্যেই দিল্লি রওনা হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে বিরোধী ঐক্যের এই কর্মসূচিতে তাঁর উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুধু জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতারাই নন, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সামাজিক সংগঠন এবং কেন্দ্রবিরোধী বিশিষ্টজনদেরও এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা। আইসার সর্বভারতীয় সভানেত্রী নেহা বোরা এবং নবগঠিত ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিদেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণেও বড় জমায়েতের প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা। এদিকে, বিপুল জনসমাগমের আশঙ্কায় রামলীলা ময়দান কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশের অনুমান, এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মানুষের পাশাপাশি প্রচুর যানবাহনও রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবারই রামলীলা ময়দান পরিদর্শন করেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। নিরাপত্তার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখে তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ পরিকল্পনা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হবে ২০০টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-নির্ভর ক্যামেরা। মোট ১৪টি জোনে ভাগ করে গোটা এলাকায় নজরদারি চালানো হবে। এর মাধ্যমে ভিড়ের গতিবিধি, নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার উপর নজর রাখবে প্রশাসন। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্যও প্রস্তুত থাকবেন নিরাপত্তাকর্মীরা। শুধু নিরাপত্তা নয়, যানজট নিয়ন্ত্রণও দিল্লি পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। দিল্লি ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল থেকে পরিস্থিতি বুঝে মধ্য দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও মোড়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। নেতাজি সুভাষ মার্গ টি-পয়েন্ট, রাজঘাট, দিল্লি গেট, আইটিও এ-পয়েন্ট, আজমেরি গেট, রঞ্জিত সিং ফ্লাইওভার, ঝান্ডেওয়ালান গোলচত্বর, তুর্কমান গেট এবং মিরদার্ড চক এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী যান ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে। এছাড়া বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ, রাজঘাট-জেএলএন মার্গ, ডিবিজি রোড এবং মিন্টো রোডেও যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি হতে পারে। নির্দিষ্ট পার্কিং এলাকায় গাড়ি রাখার ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের পথ দেখানোর জন্য অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে রবিবার রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সরগরম থাকতে চলেছে রাজধানী। একদিকে বিরোধীদের শক্তি প্রদর্শন, অন্যদিকে ২০০ এআই ক্যামেরা ও অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তায় ঘেরা রামলীলা ময়দান। সাধারণ মানুষের জন্য দিল্লির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যানজটের আশঙ্কাও থাকছে।

ছোট আঙারিয়া,সেলিমকে আক্রমণ করে সিপিএমকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৩১ অক্টোবর ঃ ক্ষমতায় এসে তৃণমূল আমলের একাধিক দুর্নীতি, হিংসার ঘটনার ফাইল খোলার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার গড়বেতার মাটি থেকে 'ছোট আঙারিয়া' ঘটনার ফাইলস খোলার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মহম্মদ সেলিমকে আক্রমণ করে সিপিএমকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম আমলে পশ্চিম মেদিনীপুরের অধীনে ছিল গড়বেতা। লাল শাসনের আমলে গড়বেতা এলাকা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ঠ সরগরম ছিল। বাম আমলে 'ছোট আঙারিয়া গণহত্যা'র ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল সেসময়ের রাজ্য রাজনীতি। ২০০১ সালে তৃণমূল কর্মী বক্তার মণ্ডলের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। পাঁচ তৃণমূল কর্মী নিখোঁজ হয়ে যান। অভিযোগ উঠেছিল, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ওই তৃণমূল কর্মীদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়ে একাধিক তদন্ত হয়েছে। ওই ঘটনার মূল সাক্ষী বক্তার মণ্ডলও মারা গিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগে। এরপর কংসাবতী নদী দিয়ে বয়ে গিয়েছে প্রচুর জল। রাজনীতিতেও একাধিক বাঁক এসেছে। সেই ঘটনার পর রাজ্যে দুটি সরকার বদলে গিয়েছে। এখন রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের গাবেতা তৃণমূল আমলে গঠিত ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লালমাটির এই গড়বেতায় আজ, শনিবার সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, যারা যারা বন্দুক নিয়ে নন্দীগ্রামে রক্তাক্ত সূর্যোদয় করতে গিয়েছিল, তাঁদের কেস আমি রিওপেন করব। একটাকেও ছাড়া হবে না। রাজ্যের উন্নয়নে একাধিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সিপিএমকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন। এদিন মঞ্চ থেকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেমিলকে। ছোট আঙারিয়া গণহত্যার ফাইল ফের খোলা হবে। সেই হুঁশিয়ারিও দিলেন। তাঁর হুঙ্কার, 'ছোট আঙারিয়া থেকে সব কেসের ফাইল রিওপেন করব। বাম আমলে নন্দীগ্রামের মাটি সাধারণ মানুষের রক্তে লাল হয়েছিল। বঙ্গ রাজনীতিতে আজও চর্চায় ' সূর্যোদয়'। সেই প্রসঙ্গও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এল। বাম আমলে গড়বেতার বিধায়ক ছিলেন সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষ। তাঁর দুই সঙ্গী ছিলেন তপন ঘোষ ও সুকুর ঘোষ। 'ছোট আঙারিয়া গণহত্যা'য় সুশান্ত ঘোষ-সহ তপন-সুকুরের নাম জড়িয়েছিল। এদিনের সভামঞ্চে তপন-সুকুরের প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। দিন কয়েক আগে সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম ঝাড়গ্রামে গিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই নিয়েই এবার মহম্মদ সেলিমকে আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হুঙ্কার, মহম্মদ সেলিম আপনার এত সাহস। আপনি বলেছিলেন, বিজেপি এসেছে সিপিএমকে আক্রমণ করতে। জনগণ প্রতিরোধ করেছে। আমি আজকে বলে গেলাম, ছোট আঙারিয়া থেকে শুরু করে ২০০৭-এ নন্দীগ্রামে, গাবেতায় যে সিপিএম পার্টি অফিস ছিল, সেখান থেকে যারা যারা বন্দুক নিয়ে নন্দীগ্রামে রক্তাক্ত সূর্যোদয় করতে গিয়েছিল, তাঁদের কেস আমি রিওপেন করব। একটাকেও ছাড়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমি এর আগেও ওদের জবাব দিয়েছি। তপন-সুকুর একসময় বলেছিল, শুভেন্দু অধিকারী ঢুকলে পা ভাঙব। আমি তিনদিনের মধ্যে চন্দ্রকোনা রোডে এসে সুশান্ত ঘোষের বুকের উপরে দাঁড়িয়ে সভা করে গিয়েছিলাম।বাম আমলে গড়বেতার বিধায়ক ছিলেন সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষ। তাঁর দুই সঙ্গী ছিলেন তপন ঘোষ ও সুকুর ঘোষ। 'ছোট আঙারিয়া গণহত্যা'য় সুশান্ত ঘোষ-সহ তপন-সুকুরের নাম জড়িয়েছিল।

'আন্টি-বেবির মধ্যে প্রেম জমেছে', মমতা-এম এ বেবির সমীকরণ নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর

গড়বেতার সভা থেকে বাম-তৃণমূলকে তোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ অক্টোবর ঃ রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের মহাসমাবেশের আগে পশ্চিমবঙ্গের গড়বেতার সভা থেকে ইন্ডি জোটকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একযোগে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমকে আক্রমণ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবির রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, এখন আন্টি আর বেবির মধ্যে ভাব ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে। এখানে 'আন্টি বলতে যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বুঝিয়েছেন, তা সভা থেকেই স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী জোটের ঐক্যকে নিশানা করে তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। গড়বেতায় বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেখান থেকেই বাম ও তৃণমূলকে একই বন্ধনীতে রেখে আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের রাজনীতিতে সিপিএম এবং তৃণমূলের মধ্যে আদতে কোনও পার্থক্য নেই। দুই দলের রাজনৈতিক অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তিনি বলেন, যাহাই সিপিএম, তাহাই তৃণমূল। অর্থাৎ, বাম এবং তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি। গড়বেতার মানুষের উদ্দেশেও সভা থেকে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এলাকার মানুষ তৃণমূলকে নির্বাচনে কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গড়বেতার মানুষ দ্বিতীয় স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করছেন। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছে শাসকদল। এই সমস্ত অভিযোগের জবাব দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। কলকাতা ও হাওড়ার আসন্ন পুরসভা নির্বাচন নিয়েও সভা থেকে রাজনৈতিক বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগামী পুরভোটে মানুষ সিপিএম এবং তৃণমূল-দুই দলকেই প্রত্যাখ্যান করবেন। ফলতা, রেজিনগর এবং নন্দীগ্রামের নির্বাচনী ফলাফলের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির সাফল্যের দাবি করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ওই তিনটি আসনেই বিজেপি জয় পেয়েছে। এবার কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটেও তৃণমূল এবং বামেরা কোনও আসন পাবে না বলে দাবি করেন শুভেন্দু। এদিনের সভায় ভোট পরবর্তী হিংসা এবং রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগও উঠে আসে। বিশেষ করে চিকিসক তথা বিজেপি নেতা প্রণত টুডুর উপর হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ভোটের সময় প্রণত টুডুর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সভা থেকেই সংশ্লিষ্ট মামলার এফআইআরের কপি তাঁকে পাঠানোর নির্দেশ দেন শুভেন্দু। কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কতজন এখনও অধরা, তা তিনি নিজে খতিয়ে দেখবেন বলে জানান। তাঁর বক্তব্য, হামলার ঘটনায় যাঁরা এখনও গ্রেপ্তার হননি, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাঁরা গ্রেপ্তার হয়নি তাঁদের চুলের মুঠি ধরে জেলে ঢোকাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রীর এমন বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অন্যদিকে, বিজেপির সভা থেকে তৃণমূল ও বামেদের একযোগে আক্রমণ করার মাধ্যমে রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে নতুন করে মেরুকরণের বার্তা দিতে চেয়েছেন শুভেন্দু।



সব মিলিয়ে একদিকে দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোটের কর্মসূচি, অন্যদিকে গড়বেতা থেকে বাম-তৃণমূলকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ-দুই ঘটনাকে ঘিরেই সরগরম রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এম এ বেবির রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে শুভেন্দুর কটাক্ষ আগামী দিনে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও বাড়াতে পারে।

কংগ্রেসের আমলেই ধুঁকেছে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক' ঃ নির্মলা



নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ নিয়ে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার এবং কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কানাডার বিনিয়োগকারী সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্স ফিনান্সিয়াল হোল্ডিংসের হাতে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের মালিকানা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এবার তাঁর অভিযোগের জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সমাজমাধ্যমে কংগ্রেসকে নিশানা করে অর্থমন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেসের শাসনকালেই আইডিবিআই ব্যাঙ্কের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হয়েছিল। বরং মোদি সরকারের আমলেই ব্যাঙ্কটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমেআইডিবিআই ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য ছিল, দেশের শিল্পক্ষেত্রের বিকাশে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিল কংগ্রেস। অথচ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিক্রির পথে হাঁটছে। যে ব্যাঙ্ক বর্তমানে লাভের মুখ দেখছে, সেটিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন কী, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক কর্মীদের আন্দোলনকেও সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। রাহুলের এই বক্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পালটা আক্রমণ শানান নির্মলা সীতারমণ। তাঁর অভিযোগ, এনডিএ সরকারের হাতে যখন আইডিবিআই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব আসে, তখন ব্যাঙ্কটির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। কংগ্রেসের শাসনকালে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন সংস্থাকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন অর্থমন্ত্রী। এমনকী ব্যাঙ্কের কর্মীদের উপরেও ঋণ দেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করা হত বলে অভিযোগ তাঁর। নির্মলার আরও দাবি, কংগ্রেসের আমলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে এমন একাধিক সংস্থায় বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যেগুলি পরবর্তী সময়ে আর্থিক সংকটে পড়ে। এর জেরেই ব্যাঙ্কটির আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে বলে দাবি করেছেন তিনি। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ফলে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ফলে ব্যাঙ্কটির বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন নির্মলা। উল্লেখ্য, গত বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন এবং বিলগ্নীকরণের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ব্যাঙ্কটির ৬০.৭২ শতাংশ ইক্যুইটি বিক্রি করা হবে। কানাডার বিনিয়োগকারী সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্স ফিনান্সিয়াল হোল্ডিংস লিমিটেডের হাতে যেতে পারে ব্যাঙ্কটির নিয়ন্ত্রণ। প্রায় ৬০ শতাংশ মালিকানা অর্জনের জন্য সংস্থাটি ৫২ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা দিতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, এই লেনদেন দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহ বিদেশি বিনিয়োগ।

এরপর ৬-র পাতায়

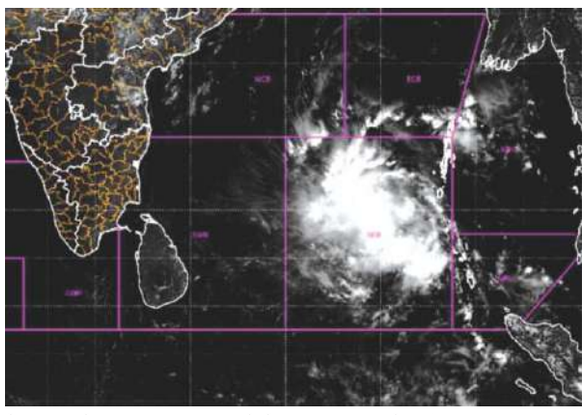
২০২৭ সালে আরও বড় গঙ্গাসাগর মেলা! ৫০ শতাংশ বাড়ছে প্রাঙ্গণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৪ অক্টোবর ঃ গঙ্গাসাগর মেলা এবার আরও বিশাল রূপ নিতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই প্রাচীন তীর্থযাত্রাকে ঘিরে রাজ্য সরকার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, তাতে ২০২৭ সালের মেলায় নতুন মাত্রা যোগ হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। মেলাপ্রাঙ্গণের আয়তন এবার প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হচ্ছে। এতদিন যেখানে ১২ লাখ বর্গফুট জায়গায় মেলা বসত, সেখানে এবার তা বাড়িয়ে ১৮ লাখ বর্গফুট করা হবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ছয় লাখ বর্গফুট জায়গা যোগ হচ্ছে। এই সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য একটাই ভক্তদের সমাগম যাতে আরও নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, বিদেশ থেকেও অনেক সাধু-সন্ত ও ভক্ত এখানে আসেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জনসমাগম ক্রমশ বাড়ছে। ২০২৭ সালে সেই সংখ্যা আরও রেকর্ড ছুঁতে পারে বলে রাজ্য প্রশাসনের অনুমান। সেই কথা মাথায় রেখেই এই বড় ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। শুধু মেলাপ্রাঙ্গণ বাড়ানোই নয়, যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থাও উন্নত করা হচ্ছে। নতুন বাস টার্মিনাল তৈরি হচ্ছে, হেলিপ্যাড স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে এবং রাত্রিযাপনের জন্য অতিরিক্ত আবাসন সুবিধা গড়ে তোলা হচ্ছে। যাতে দূর থেকে আসা ভক্তরা কোনো অসুবিধায় না পড়েন। রাজ্য সরকার এখন জাতীয় মেলা স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়েও আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি রেল ও সড়ক যোগাযোগ আরও মজবুত করার দাবি তোলা হয়েছে। মুরিগঙ্গা নদীর উপর নতুন সেতু নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই এগিয়ে চলেছে। এই সেতু তৈরি হলে দ্বীপে প্রবেশ আরও সহজ হবে এবং ভিড়ের চাপ অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে গঙ্গাসাগরকে আরও আধুনিক ও ভক্তবান্ধব করে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এইসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার গুরুত্ব শুধু ধর্মীয় নয়, এটি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও অংশ। মকর সংক্রান্তির দিনে সাগর সঙ্গমে স্নান করে পুণ্য অর্জনের যে প্রাচীন বিশ্বাস, তা আজও লক্ষ লক্ষ মানুষকে টানে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে জনসমাগম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জও বেড়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেই এবারের এই বড় পরিকল্পনা। মেলাপ্রাঙ্গণ বড় হলে দোকানপাট, সাধুদের আখড়া, প্রশাসনিক ক্যাম্প এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য আরও জায়গা পাওয়া যাবে। ফলে ভক্তদের চলাফেরা সহজ হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কার্যকর করা যাবে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিও খুব জরুরি। এখনও অনেক পুণ্যার্থীকে লম্বা পথ হেঁটে বা অসুবিধাজনক যানবাহনে চড়ে আসতে হয়।

এরপর ৬-র পাতায়

নতুন নিম্নচাপ! বাংলায় কি ফের দুর্যোগের আশঙ্কা?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৩১ অক্টোবর ঃ ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-র প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তার মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা ঘিরে আবহাওয়ায় নজর রাখছে হাওয়া অফিস। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে গভীর থেকে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে আবহাওয়ার পরিস্থিতি বদলানোর আশঙ্কা রয়েছে। তবে নতুন নিম্নচাপের কারণে পশ্চিমবঙ্গে বড় কোনও দুর্যোগের সম্ভাবনা আপাতত নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বরং শনিবার থেকেই ধীরে ধীরে উন্নতি হবে বাংলার আবহাওয়ার। কমবে বৃষ্টির দাপট, বাড়বে রোদের দেখা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার সকাল থেকেই কলকাতার আকাশ অনেকটাই পরিস্কার। বেশ কিছু এলাকায় রোদের দেখা মিলেছে। বৃষ্টির সম্ভাবনাও প্রায় নেই বললেই চলে। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হতে পারে। নতুন নিম্নচাপের প্রভাবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আকাশ পরিস্কার হলেও ভ্যাপসা গরম থেকে এখনই রেহাই মিলবে না শহরবাসীর। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা



ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৭ ডিগ্রি কম। আবহাওয়ার এই ওঠানামার মধ্যেই আগামী কয়েক দিনে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমতে পারে বলে পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় আকাশ পরিস্কার থাকবে এবং রোদের দেখা মিলবে। তবে উপকূলবর্তী কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আগামী সপ্তাহে পরিস্থিতিতে সামান্য পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র একসঙ্গে বৃষ্টি না হলেও কয়েকটি জেলায় স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে বেশি উদ্বেগের। বিশেষ করে পাহাড় ও ডুয়ার্স সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলেও সতর্ক করেছে হাওয়া অফিস। ফলে পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত এবং নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। রবিবারও উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে বৃষ্টির ব্যাপকতা ধীরে ধীরে কমবে বলে পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গেও আবহাওয়ার উন্নতি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে, বঙ্গোপসাগরে নতুন নিম্নচাপ তৈরি হলেও তার সরাসরি প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়ার আশঙ্কা আপাতত কম। ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের পর ফের দুর্যোগের আশঙ্কায় যাঁরা চিন্তিত, তাঁদের জন্য আপাতত স্বস্তির খবর। তবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় সতর্ক থাকতে হবে। আগামী সপ্তাহে নিম্নচাপের গতিপ্রকৃতি এবং তার প্রভাবের দিকে নজর রাখছে আবহাওয়া দপ্তর।

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই পাঞ্জাবে আপের ৪০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই পাঞ্জাবে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিল আম আদমি পার্টি (আপ)। নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই রাজ্যের ১১৭টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। প্রকাশিত তালিকায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান থেকে শুরু করে তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া জেলবন্দি মন্ত্রী সঞ্জী

ইন্দিরার প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া ও রাহুলের



নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ বার্ষিকীতে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়ালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী স্মৃতিসৌধে উপস্থিত হয়ে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর আত্মত্যাগ ও অবদানকে স্মরণ করেন।প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বদরা-সহ দলের বহু সাংসদ ও শীর্ষ নেতা। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রার্থনাসভায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর স্মৃতি ও আদর্শকে স্মরণ করা হয়।

দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে ভারত ঢাকায় যাচ্ছে সাফ খেলতে



কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ পাঁচ নভেম্বর ঢাকায় শুরু হবে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারতের ২৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে শনিবার। সেই স্কোয়াডে অধিকাংশই যুব দলের খেলোয়াড় আছেন এবং দলটির কোচের দায়িত্বও পালন করবেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ নওশাদ মুসা। মূলত ১১ ও ১৫ নভেম্বরে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ আছে ভারতের। তাই কোচ খালিদ জামিল মূল দল নিয়ে খেলবেন নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে। আর সাফে ভারতের ডাগআউটে থাকবেন মুসা। আজারবাইজানে হওয়া ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালে কোচের দায়িত্ব পালন করা বিবিয়ানো ফার্নান্দেজ থাকবেন মুসার সহকারী। ভারত এই প্রতিযোগিতার রেকর্ড নয়বারের চ্যাম্পিয়ন। উদ্বোধনী দিনে ভারত খেলবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে। 'বি গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে, ১১ নভেম্বর তারা মুখোমুখি হবে মালদ্বীপের। ভারত দল গোলরক্ষক আরশ আনোয়ার শেখ, কে মোহনরাজ, প্রিয়াংশ দুবে। ডিফেন্ডারঃআব্দুল রাবিহ, বিজয় ভার্ঘেস, চিঙ্গলেনসানা সিং কনশাম, হমিংথানমাভি রালতে, খায়মিনথাং লুংডিম, মুহাম্মদ উবাইস, নাথান রদ্রিগেজ, রন্নি খারবুডন, সন্দীপ মান্ডি। মিডফিল্ডারঃঅভিষেক সুর্যবংশী, এডিসন সিং থোকচোম, ব্রিসন ফার্নান্দেজ, এবিনদাস ইয়েসুদাসন, ফারুক চৌধুরি, ম্যাকার্টন নিকসন, মাংলেনথাং কিপগেন, নিখিল প্রভু, পিএন নওফাল, রিকি জন শাবং, সুরেশ সিং ওয়াংজাম। ফরওয়ার্ড ঃ ইরফান ইয়াদাভ, লিস্টন কোলাসো, মুহাম্মদ সুহাইল, বিষ্ণু পিভি ও সুহাইল আহমেদ ভাট।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নকশালমুক্তির পর এবার লক্ষ্য মাদকমুক্ত ভারতঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃচলতি বছরের ৩১ মার্চের মধ্যেই দেশ নকশালবাদের কালো ছায়া থেকে কার্যত মুক্ত হয়েছে, আর এবার দেশকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত করাই কেন্দ্রের প্রধান সংকল্প। জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ' রান ফর ইউনিটি' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতকে সম্পূর্ণ নেশামুক্ত করার সর্বভারতীয় লক্ষ্য ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শনিবার সকালে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫১-তম জন্মবার্ষিকীতে দেশবাসীর উদ্দেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পিত 'বিকশিত ভারত'-এর মূল ভিত তৈরি হবে একটি ' অখন্ড ভারত' গঠনের মধ্য দিয়েই। যুবসমাজকে রক্ষা করতে এবং দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে মাদকবিরোধী লড়াইয়ে প্রতিটি নাগরিককে শামিল হওয়ার বার্তা দেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলির কথা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, এই মেয়াদে ৩৭০ ধারা বাতিলের মাধ্যমে কাশ্মীরকে ভারতের মূলস্রোতে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, নকশালবাদের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং 'এক দেশ, এক কর' ব্যবস্থা সফলভাবে কার্যকর হয়েছে। তবে এই সমস্ত যুগান্তকারী সাফল্যের মধ্যেও ২০২৯ সালের মধ্যে ভারতকে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত করার সংকল্পই দেশের যুবসমাজের স্বার্থে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

পিএম-কিষান প্রকল্পের ২৪তম কিস্তি

নয়াদিল্লি,৩১অক্টেঞ্চবরঃপিএম-কিষান প্রকল্পের আওতায় যোগ্য কৃষক পরিবারগুলিকে বছরে তিনটি কিস্তিতে মোট ৬,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং গ্রামীণ পরিবারের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের ২৪তম কিস্তিতে ৯.৩৪ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১৮,৬৯০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ হস্তান্তর করা হয়েছে। এর ফলে, প্রকল্পের সূচনা থেকে মোট আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৪.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT), ই-কেওয়াইসি এবং ডিজিটাল যাচাইকরণ ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রকল্পে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং এর জন্য ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ কৃষকদের আয় সুরক্ষায় সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতিকে সুদৃঢ় করেছে।পিএম-কিষানঃ কৃষকদের আয়ের সুরক্ষাপ্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম-কিষান) প্রকল্পের ২৪তম কিস্তি ২০২৬ সালের ৩০ অক্টোবর প্রদান করা হয়েছে। এই কিস্তিতে ৯.৩৪ কোটিরও বেশি যোগ্য কৃষক প্রায় ১৮,৬৯০ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) বা সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অর্থ কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। এর ফলে, আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি, মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা দূর হয়েছে। ' সম্মান' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।সম্প্রতি, ২০২৬ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পিএম-কিষান প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই সময়ের জন্য প্রকল্পে মোট ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার পুনরায় স্পষ্ট করেছে যে, কৃষকদের সমৃদ্ধিই দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির ভিত্তি।পিএম-কিষান প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সরাসরি আর্থিক সহায়তাপিএম-কিষান একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প, যেটি ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি চালু করা হয়। দেশের কৃষিযোগ্য জমির মালিকানাধীন কৃষক পরিবারগুলিকে নিশ্চিত আয়ের সহায়তা প্রদান করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক যোগ্য কৃষক পরিবার বছরে ৬,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পান। আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিনটি সমান কিস্তিতে, প্রতিবার ২,০০০ টাকা করে অর্থ সরাসরি জমা করা হয়।পিএম-কিষান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা কৃষকদের বীজ, সার, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে সময়মতো বিনিয়োগে করতে সাহায্য করেছে। এর ফলে, কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অসংগঠিত ঋণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমেছে এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির আর্থিক স্থিতিশীলতা আরও শক্তিশালী হয়েছে।এখনও পর্যন্ত দেশের যোগ্য কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে ২৪টি কিস্তিতে ৪.৬৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। পিএম-কিষান পোর্টালে কৃষকদের জমির নথি সংযুক্ত হওয়ার পরই তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পান। পাশাপাশি, তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত করতে হয়. এবং ই-কেওয়াইসি যাচাইকরণ সম্পন্ন করতে হয়। কৃষকদের আয়ের সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারের ধারাবাহিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ পিএম-কিষান প্রকল্পের জন্য ৬০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কৃষি উপকরণ কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা। এতে ফসলের স্বাস্থ্য ও উপাদনশীলতার উন্নতি ঘটবে। সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের অসংগঠিত ঋণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি, কৃষিকাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেও সাহায্য করা হয়। সর্বজনীনভাবে বৃহত্তম ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT) উদ্যোগগুলির মধ্যে পিএম-কিষান অন্যতম। কৃষকদের কাছে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার গুরুত্ব এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।পিএম-কিষান প্রকল্পে অর্থ হস্তান্তরের প্রক্রিয়াপিএম-কিষান পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপ অথবা কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC)-এর মাধ্যমে কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাজ্য সরকারগুলি কৃষকদের যোগ্যতা যাচাই করে ভোক্তাদের তথ্য পোর্টালে আপলোড করে। এরপর আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই করা হয় এবং অযোগ্য আবেদনকারীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়।রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট তথ্য অ্যাকাউন্ট যাচাইয়ের জন্য পাবলিক ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PFMS)-এ পাঠানো হয়। যোগ্য উপভোক্তাদের তথ্যের ভিত্তিতে অর্থ হস্তান্তরের আবেদন ও পেমেন্ট অর্ডার তৈরি করা হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর অনুমোদন সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করে। এরপর স্পনসর ব্যাঙ্ক এবং ন্যাশনাল পেমেন্ট স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এর মাধ্যমে অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সবশেষে, কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ জমা হয়। এভাবে, দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।ভোক্তা নির্বাচন, সুবিধাভোগী শনাক্তকরণ এবং তথ্যভান্ডার পরিচালনাযোগ্য কৃষক পরিবার গুলিকে চিহ্নিত করা এবং তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভান্ডার তৈরি করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির ওপর ন্যস্ত। এই তথ্যভান্ডারে কৃষকদের নাম, বয়স, শ্রেণী, আধার নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং মোবাইল নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। একই ভোক্তার নামে একাধিকবার অর্থ প্রদান রোধ করতে রাজ্য সরকারগুলি এই তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে। নির্বিঘ্নে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের জন্য এই নথিগুলি নিয়মিত হালনাগাদ ও ডিজিটাইজ করা হয় এবং আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা হয়।স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যোগ্য ভোক্তাদের তালিকা গ্রামস্তরে সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়। এর ফলে, কোনও যোগ্য কৃষক অনিচ্ছাকৃতভাবে তালিকা থেকে বাদ পড়লে তিনি নির্ধারিত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানাতে পারেন।এ ছাড়াও, অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে ইতিমধ্যে বিতরণ করা অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই অযোগ্য ভোক্তাদের মধ্যে আয়করদাতা, সরকারি কর্মচারী, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (PSU) কর্মী এবং সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে অযোগ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে মোট ৪১৬.৭৫ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। বহুস্তরীয় নজরদারি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা জাতীয়, রাজ্য এবং জেলা স্তরে বিস্তৃত একটি বহুস্তরীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পিএম-কিষান প্রকল্পের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা হয়। জাতীয় স্তরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রকল্পের পর্যালোচনা করা হয়। অন্যদিকে, রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের মনিটরিং কমিটিগুলি নিজ নিজ এলাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি তদারকি করে।কৃষকরা পিএম-কিষান পোর্টাল এবং সেন্টালাইজড পাবলিক গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম -এর মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন। এর ফলে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পিএম-কিষান পোর্টালে মোট ২৪,৬০৫টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছিল।পিএম-কিষান প্রকল্পে প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকৃষককেন্দ্রিক ডিজিটাল পরিকাঠামোর মাধ্যমে পিএম-কিষান প্রকল্প পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে। আধারভিত্তিক প্রমাণীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোক্তাদের নিরাপদ চিহ্নিতকরণ এবং অর্থ প্রদানের যাচাইকরণ নিশ্চিত করা হয়। কৃষকরা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন করতে পারেনঃ ওটিপি-ভিত্তিক প্রমাণীকরণন্ড- বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণন্ড- মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ বা ফেস অথেনটিকেশন পিএম-কিষান ওয়েব পোর্টালটি ভোক্তাদের নাম নথিভুক্তকরণ, যাচাইকরণ এবং তথ্য পরিচালনার কেন্দ্রীয় ডিজিটাল মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। এই পোর্টালে কৃষকদের একটি সমন্বিত জাতীয় তথ্যভান্ডার সংরক্ষিত থাকে এবং পাবলিক ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে অর্থ হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি, এই পোর্টালের মাধ্যমে সারা দেশে আর্থিক লেনদেনের উপর তাক্ষণিক নজরদারি করা সম্ভব হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পোর্টালে এলাকাভিত্তিক ভোক্তা কৃষকদের তালিকাও প্রকাশ করা

ইসরোর বিরাট সাফল্য, জিএসএলভি-এফ১৮ রকেটের সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা (অন্ধ্রপ্রদেশ), ৩১ অক্টোবর ঃ মহাকাশ গবেষণায় ফের এক ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। শুক্রবার রাত ১১.৫১ মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে জিএসএলভি-এফ১৮ রকেটের সাহায্যে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হলো দেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের আধুনিক নেভিগেশন উপগ্রহ 'এনভিএস-০৩'। রকেটটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে উপগ্রহটিকে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। মিশন সফল হতেই সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের মিশন কন্ট্রোল রুমে বিজ্ঞানীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দনের জোয়ার দেখা যায়।উৎক্ষেপণ শেষে ইসরো প্রধান ডঃ ভি নারায়ণন আনুষ্ঠানিকভাবে মিশন সফল ঘোষণা করে বলেন, জিএসএলভি-এফ১৮ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ২,২৫০ কেজি ওজনের এনভিএস-০৩ উপগ্রহটিকে নির্ধারিত উপবৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এই অসামান্য সাফল্যের জন্য আমি ইসরোর প্রত্যেক কর্মী, শিল্প সহযোগী ও শিক্ষাবিদদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।তিনি আরও উল্লেখ করেন, দুটি ধারাবাহিক জিএসএলভি অভিযানের মাঝে মাত্র ৫৬ দিনের রেকর্ড কম ব্যবধানে (টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম) এই অভিযান সফল করা সম্ভব হয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর জিএসএলভি-এফ১৭-এর মাধ্যমে 'ইওএস-০৫' ভূ-চিত্রণ উপগ্রহের সফল উক্ষেপণের পর এটি ইসরোর আরেকটি বড় সাফল্য।এনভিএস-০৩ হলো ভারতের 'নাবিক' বা আইআরএনএসএস সিরিজের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাঠানো দ্বিতীয় প্রজন্মের



তৃতীয় উপগ্রহ। এই সাফল্যের ফলে 'নাবিক' নক্ষত্রমণ্ডল তার ন্যূনতম কার্যক্ষম ৪টি উপগ্রহের রূপরেখায় ফিরে এল। উপগ্রহটিতে বিদেশি পরমাণু ঘড়ির পাশাপাশি রয়েছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যন্ত নির্ভুল পরমাণু ঘড়ি।বিদ্যমান এল৫ ও এস ব্যান্ডের পাশাপাশি এই উপগ্রহে নতুন এল১ সিগন্যাল যুক্ত করা হয়েছে, যা ভারতের সমগ্র মূল ভূখণ্ড ছাড়াও দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উচ্চমানের ট্র্যাকিং ও অবস্থান নির্ণয় পরিষেবা প্রদান করবে। অসামরিক নাগরিক পরিষেবা ছাড়াও দেশের কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নেভিগেশন ব্যবস্থা জোরদার করতে এই উপগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।অন্যদিকে জিএসএলভি-এফ১৮এনভিএস-০৩ নেভিগেশন উপগ্রহ অভিযানের ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র বিজ্ঞানী ও পুরো দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং মহাকাশ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই অসামান্য কীর্তিকে দেশের মহাকাশ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ ও সার্বভৌম দেশীয় নেভিগেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির অনন্য প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন।জিতেন্দ্র সিং লেখেন, জিএসএলভি-এফ১৮এনভিএস-০৩ অভিযানের সফল উক্ষেপণের জন্য ইসরো দলকে অনেক অভিনন্দন! এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য মহাকাশ প্রযুক্তিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং আমাদের সার্বভৌম দেশীয় নেভিগেশন সক্ষমতাকে শক্তিশালী করার অবিচল অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।তিনি আরও উল্লেখ করেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ঘোষিত বৈপ্লবিক মহাকাশ সংস্কারের ফলে মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের ধারাবাহিক সাফল্য ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির দূরদর্শী রূপকার বিক্রম সারাভাই এবং সতীশ ধওয়ানের স্বপ্নকেই সার্থক করে তুলেছে। এই দিনটি সমগ্র ভারতের জন্য আরেকটি অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত উদযাপনের দিন বলে অভিহিত করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।অন্যদিকে জিএসএলভি-এফ১৮ রকেটের মাধ্যমে আধুনিক নেভিগেশন উপগ্রহ এনভিএস-০৩-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র বিজ্ঞানীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই অভিযানকে দেশের নিজস্ব উপগ্রহভিত্তিক পথপ্রদর্শন ব্যবস্থা 'নাবিক'-কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।শনিবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, এই অভিযান আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয় উপগ্রহ নেভিগেশন ব্যবস্থা 'নাবিক'-কে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এনভিএস-০৩ উপগ্রহটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের আত্মনির্ভরতার প্রয়াসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে উন্নত নেভিগেশন পরিষেবা প্রদান করবে।মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নিষ্ঠা ও মেধার ভূয়সী প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদী আরও উল্লেখ করেন, ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং নিরলস পরিশ্রম দেশকে ক্রমাগত গর্বিত করে চলেছে।

দিল্লিতে 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা, লৌহপুরুষকে শ্রদ্ধা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের



নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫১-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী 'রান ফর ইউনিটি'-র সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জাতীয় একতা দিবস (রাষ্ট্রীয় একতা দিবস) উপলক্ষে শনিবার সকালে তিনি দিল্লির প্যাটেল চকে সর্দার পটেলের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর সংহতি দৌড়ের ফ্ল্যাগ-অফ করে দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন তিনি।উপস্থিত জনতার উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীকে দেশজুড়ে মর্যাদার সঙ্গে 'জাতীয় একতা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে। সর্দার প্যাটেল এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি কেবল দেশের ইতিহাসই পরিবর্তন করেননি, ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রকেও চূান্ত রূপ দিয়েছিলেন। শত শত দেশীয় রাজ্যকে এক সুতোয় গাঁথা মালার মতো একত্রিত করার সেই ঐতিহাসিক ও কঠিন দায়িত্ব পালন করে সর্দার সাহেবই আজকের ' অখন্ড ভারত'-এর প্রকৃত স্থপতি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সফলভাবে ভারতের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন।স্বাধীনতোত্তর কঠিন দিনগুলির স্মৃতিচারণ করে কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক পণ্ডিত ও আন্তর্জাতিক মহল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী মাত্র ১,২১৮ দিনের মধ্যে সর্দার প্যাটেল সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন। বহু নেতার সমষ্টিগত প্রয়াসে সারাজীবনে যা সম্ভব হতো না, সর্দার সাহেব একা মাত্র ১,২১৮ দিনে সেই ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলেছিলেন। সর্দার প্যাটেলের স্বপ্নের সেই ভারতই এখন বিশ্বের দরবারে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আত্মনির্ভরতার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, ইসরোর সাফল্যে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ জিএসএলভি-এফ১৮ রকেটের মাধ্যমে আধুনিক নেভিগেশন উপগ্রহ এনভিএস-০৩-এর সফল উক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র বিজ্ঞানীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এই অভিযানকে দেশের নিজস্ব উপগ্রহভিত্তিক পথপ্রদর্শন ব্যবস্থা 'নাবিক'-কে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।শনিবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, এই অভিযান আমাদের সম্পূর্ণ দেশীয় উপগ্রহ নেভিগেশন ব্যবস্থা 'নাবিক'-কে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নত প্রযুক্তিসম

বন্ধ রেলগেট ভেঙে রেললাইনে দাঁতাল, অল্পের জন্য রক্ষা ট্রেন চলাচল

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বন্ধ রেলগেট। সেই বাধা সরাতে সজোরে ধাক্কা। ভেঙে পড়ল রেলগেটের একাংশ। তার পরে রেললাইনে উঠে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে অন্য দিকের গেট ডিঙিয়ে কংসাবতী নদীর দিকে চলে গেল একটি বুনো দাঁতাল হাতি। শনিবার ভোররাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ঝাড়গ্রামের সরডিহা ও বাঁশতলা স্টেশনের মধ্যবর্তী রাসুয়া রেলগেট এলাকায়। হাতির ধাক্কায় রেলগেট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ট্রেন চলাচলে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি বলে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের। শনিবার সকালেই ক্ষতিগ্রস্ত গেটটি মেরামত করা হয়। বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে খড়্গপুর বন বিভাগের কলাইকুণ্ডা রেঞ্জ থেকে বেলতলা হয়ে ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের মানিকপাড়া রেঞ্জের কুসুমঘাঁটি বিটের রাসুয়া এলাকায় ঢোকে হাতিটি। শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ লালগেড়িয়া-রাসুয়া রেলগেটের কাছে পৌঁছয় সে। সেই সময়ে গেট বন্ধ থাকায় আপ লাইনের পাশের গেটটি ধাক্কা দিয়ে ভেঙে রেললাইনে উঠে পড়ে দাঁতালটি। কিছুক্ষণ লাইনের উপর ঘোরাঘুরি করার পরে ডাউন লাইনের পাশের গেট ডিঙিয়ে কংসাবতী নদীর দিকে চলে যায়। বন দফতর সূত্রে খবর, নদী পেরিয়ে হাতিটি ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর বন বিভাগের চাঁদড়া রেঞ্জে ঢুকে পড়েছে। রাসুয়া রেলগেটের গেটম্যান জানান, হাতিটিকে আসতে দেখে নিরাপত্তার কারণে তিনি ভিতরে চলে যান। বিষয়টি রেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ট্রেনের গতি কমানোর অনুরোধও করেছিলেন। তাঁর কথায়, তরেলগেট ভেঙে হাতিটি দু'বার ঘোরাঘুরি করে চলে যায়। হাতিটি আসার আগে আপ ও ডাউন, দু'টি লাইন দিয়েই মালগাড়ি গিয়েছিল। হাতিটি যখন লাইনে ওঠে, তখন কোনও ট্রেন ছিল না। খড়্গপুর ডিভিশনের সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার নিশান্ত কুমার বলেন, হাতির ধাক্কায় রেলগেট ভেঙেছে ঠিকই, তবে ট্রেন চলাচলে কোনও বাধা সৃষ্টি হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেন চলেছে। ভেঙে যাওয়া রেলগেট মেরামত করা হয়েছে।

স্থানাভাবে মহাকরণে পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় ফেরা নিয়ে চরম সংশয়



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ দীর্ঘ তেরো বছর পর ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিংয়ে রাজ্য প্রশাসনের মূল কাজকর্ম ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তীব্র স্থানাভাবের কারণে তা শেষপর্যন্ত প্রতীকী রূপেই থেকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গত মে মাসে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ঐতিহাসিক মহাকরণে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরকে ফেরানোর তোড়জোড় শুরু হয়। ২০১৩ সালে মেরামতের প্রয়োজনে রাজ্য সচিবালয় নবান্নে স্থানান্তরিত হয়েছিল। নতুন সরকারের নির্দেশে প্রথম দফায় মুখ্যমন্ত্রী সহ মোট ছয় জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর জন্য ঘর প্রস্তুত করে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজির বসার ব্যবস্থাও দ্রুত সম্পন্ন করা হয়। ডিজির বৈঠকের জন্য একটি কনফারেন্স রুম প্রস্তুত হলেও পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যসচিবের জন্য আলাদা বৈঠকের কক্ষ পর্যন্ত তৈরি করা যায়নি। দুর্গাপুজোর আগে কক্ষগুলি সাজিয়ে তোলা হলেও এখনও কোনও মন্ত্রী সেখানে নিয়মিত বসে কাজ শুরু করতে পারেননি। পূর্ত দপ্তরের শীর্ষ কর্তারা পর্যালোচনা করে জানিয়েছেন, গত তেরো বছরে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পরিধি যে বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে পুরোনো মহাকরণের সীমিত পরিসরে পুরো সচিবালয় ফিরিয়ে আনা কার্যত অসম্ভব। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সমগ্র দপ্তরটিকেও সেখানে স্থান দেওয়া কঠিন। বর্তমানে নবান্নের চৌদ্দটি তল এবং নব মহাকরণ জুড়ে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, পঞ্চায়েত এবং পুর ও নগরোন্নয়নের মতো ভারী দপ্তরগুলি সল্টলেক ও নিউ টাউনের সুবিশাল ভবনগুলি থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এই সুবিশাল প্রশাসনিক পরিকাঠামো মহাকরণে স্থানান্তর করা অসম্ভব বলে শীর্ষ আমলারা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন। পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার জানিয়েছেন, প্রাথমিক নির্দেশ মাফিক মন্ত্রীদের ঘর তৈরি করা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী বসলে বাকিরাও কাজ শুরু করবেন। তবে মহাকরণ এখনও এমন অবস্থায় প্রস্তুত নয় যাতে স্থায়ীভাবে পুরো সচিবালয় সেখানে কাজ চালাতে পারে।

হাওড়া পুরভোটে ৬৮ ওয়ার্ডেই একলা লড়াইয়ের প্রস্তুতি কংগ্রেসের, ভোটার তালিকা চ্যালেঞ্জ



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ আসন্ন হাওড়া পুরভোটে ৬৮ ওয়ার্ডেই একলা লড়াইয়ের প্রস্তুতি কংগ্রেসের, ভোটার তালিকা ও সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে কমিশন-প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ পার্থসারথি ভৌমিকের। হাওড়া পুরসভার নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিল জেলা কংগ্রেস। তবে ভোটের ময়দানে নামার আগে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে তারা। ভোটার তালিকায় প্রত্যেকের নাম নিশ্চিত না করে নির্বাচন নয়, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সরব কংগ্রেস। একইসঙ্গে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে ৬৮টি ওয়ার্ডেই এককভাবে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি পার্থসারথি ভৌমিক। তাঁর দাবি, পুরভোটের আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও প্রায় শেষ পর্যায়ে। পার্থসারথি বাবুর বক্তব্য, হাওড়া পুরসভার নির্বাচন ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে হতে পারে বলে জল্পনা থাকলেও তার আগে ভোটার তালিকার অসম্পূর্ণতা দূর করা জরুরি। এখনও বহু মানুষের নাম অ্যাডজুডিকেটেড অবস্থায় রয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটার তালিকার বাইরে রয়েছেন বলে দাবি তাঁর। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাঁদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাই সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে নির্বাচন করানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। এই মর্মে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে বলে দাবি পার্থসারথির। তাঁর কথায়, 'যতক্ষণ না ভোটার তালিকায় সমস্ত নাম আসছে, ততক্ষণ নির্বাচন করা যাবে না। ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই নির্বাচনে যাওয়া উচিত।' শুধু রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নয়, জাতীয় স্তরেও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আগামী ১ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী দলগুলির সমাবেশের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেন পার্থসারথি বাবু। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং প্রতিষ্ঠানটি কার্যত একটি দলীয় কার্যালয়ের মতো কাজ করছে। অন্যদিকে, হাওড়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপিকেও আক্রমণ করেছেন তিনি। বিজেপির কাছে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীপদের আবেদন জমা পড়ার প্রচারকে গুরুত্ব দিতে নারাজ জেলা কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর কটাক্ষ, 'মুখ চকচক করলেই শরীর ভালো থাকে না।' তাঁর দাবি, শহরের সাধারণ মানুষ বিজেপির প্রতি বিরক্ত। বিরোধী দলের কার্যালয় দখল, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং বিরোধীদেরকে আক্রমণের মতো ঘটনাকে সন্ত্রাসের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনার নামেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। কংগ্রেসের নির্বাচনী রণকৌশল প্রসঙ্গে পার্থসারথি জানান, ৬৮টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। আবেদন গ্রহণের কাজ প্রায় শেষ। খুব শীঘ্রই প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। বিজেপির কাছে বেশি আবেদন জমা পড়লেই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত নয় বলেও মন্তব্য তাঁর। তবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরে তাদের আপত্তির অন্যতম প্রধান জায়গা হাওড়া পুরসভার ডিলিমিটেশন। ৫০টি ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৮ করা হলেও সীমানা নির্ধারণের ভিত্তি এবং পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। পার্থসারথি বাবুর অভিযোগ, আগে ২০১১ বা ২০১৩ সালের ভোটার তালিকার তথ্যের ভিত্তিতে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবা হয়েছিল। পরে জনগণনার তথ্যকে ভিত্তি করার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে গোটা প্রক্রিয়ার মূল কাঠামো বদলে গিয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সুবিধার কথা মাথায় রেখেই ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে জেলাশাসকের দফতরে একাধিকবার লিখিত আপত্তি জানানো হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গুরুত্ব পায়নি বলে দাবি তাঁর। বিশেষ করে ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষণ নিয়ে আপত্তি তুলেছে কংগ্রেস। পার্থসারথি বাবুর দাবি, ওই ওয়ার্ডটি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। সেখানে প্রায় ২ হাজার তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের পাশাপাশি ১৪ হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। এই জনবিন্যাসের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সন্তোষজনক উত্তর না মিললে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি। সব মিলিয়ে হাওড়া পুরভোটের আগে একদিকে সংগঠন বিস্তারের প্রস্তুতি, অন্যদিকে ভোটার তালিকা ও ডিলিমিটেশন নিয়ে প্রশাসনিক লড়াই;দুই পথেই এগোতে চাইছে কংগ্রেস। তবে রাজনৈতিক সমীকরণে আপাতত কোনও জোটের জায়গা রাখছে না তারা। পার্থসারথি বাবুর স্পষ্ট বক্তব্য, 'হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাওড়ায় কংগ্রেস একাই লড়বে। এখনও পর্যন্ত কোনও জোট নিয়ে আলোচনা হয়নি।'

ইন্দ্রনীলের আগাম জামিন খারিজ শীর্ষ আদালতে



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ এই মুহূর্তে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মমতার খুবই প্রিয় পাত্র ইন্দ্রনীল সেন পুলিশ হেফাজতে। তার আগাম জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেছে শীর্ষ আদালত। আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন ইন্দ্রনীল সেন। এদিকে, ইতিমধ্যেই গে ফতার হয়েছেন ইন্দ্রনীল, তাই আর আগাম জামিনের আবেদনের প্রাসঙ্গিকতা নেই। আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে, রেগুলার জামিনের আবেদন করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং প্রসন্ন ভি ভারালের বেঞ্চ। আগেই গ্রেফতারির আশঙ্কা করেছিলেন মমতা আমলের মন্ত্রী। সেই কারণে কয়েক দিন আগে আগাম জামিনের আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইন্দ্রনীল। কিন্তু বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বেঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কারণে সে দিন শুনানি হয়নি।এর পরদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে বিষয়টি মেনশন করেন তাঁর আইনজীবী, ঘটনাচক্রে সেদিনই গে ফতার হন ইন্দ্রনীল। যেহেতু এই মামলা আগেই তালিকাভুক্ত ছিল, তাই সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং প্রসন্ন ভি ভারালের বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়। আগাম জামিনের বিষয়ে আজ সুপ্রিম কোর্টকে জানান তাঁর আইনজীবী। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর যেহেতু আগাম জামিনের আবেদন আইনত অপ্রাসঙ্গিক, তাই প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। সুপ্রিমকোর্টের তরফে বলা হয়, 'রেগুলার জামিনের আবেদন করুন। আমরা কনসিডার করব। হাইকোর্টকেও বলব যাতে এক্সপিডাইট করে। কিন্তু এই অবস্থায় আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমরা কিছু বললে তদন্তে তার প্রভাব পড়বে'। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেন, 'ওর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সিরিয়াস অভিযোগ আছে।'

পাপের ফল ভোগ করছেন ইন্দ্রনীল সেন – বুদ্ধদেব কন্যা সন্তান সুচেতন



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হওয়ার পরেই দিকে দিকে নবীন সঙ্গিত শিল্পদের মধ্যে আনন্দ দেখা দিয়েছে। প্রায় সকলেই বলছেন, সরকারি অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠান পাইয়ে দেওয়ার বদলে তিনি নিয়মিত নবীন শিল্পীদের থেকে তোলা তুলতেন। এবার সরাসরি মুখ খুললেন সুচেতন - যিনি দীর্ঘদিন তার কম্পানিতে কাজ করতেন। পুজোর পাস নিয়ে মোটা অঙ্কের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। শুধু অর্থ তছরূপ নয়, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীর একাধিক কুকীর্তির কথা ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসছে। কাটমানি থেকে বাংলোয় বেআইনিভাবে জলসা, মহিলাদের 'ভোগ' করার মতো চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ফেটে পড়ছেন তাঁরই একসময়ের সতীর্থরা। এবার গায়ককে নিয়ে কার্যত বোমা ফাটালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর সন্তান সুচেতন ভট্টাচার্য। ইন্দ্রনীলের সংস্থায় চাকরি করার সুবাদে তাঁর যেসব নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেসব সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করলেন সুচেতন। বললেন, ''ঔদ্ধত্য ছিল চরমে। পাপ ও কৃতকর্মের ফল ভোগ করছেন। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।দ কলেজ পাশের পর ২০০৫ সালে ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গীত সংস্থায় চাকরি শুরু করেন সুচেতন। ২০১৩ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন তিনি। ততদিনে রাজ্যে বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ফেলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বয়স ২ বছর হয়ে গিয়েছে। একদা বামপন্থাকে সমর্থন করা ইন্দ্রনীল সেন একটু একটু করে তৃণমূল ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলছিলেন। তা টের পেয়েছিলেন সুচেতন। এরপরই তিনি ইন্দ্রনীলের সংস্থার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর কথায়, ''২০১৩ সালে আমি ইস্তফাপত্র পাঠাহাল্ল । তাঁর ঔদ্ধত্য এতটাই ছিল যে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ পর্যন্ত করেননি। সেটা রিসিভ করে আমাকে কপি দেবেন বলে ডেকে পাঠিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অফিসে অপেক্ষা করিয়েছেন। নিজে কথা বলেননি, বাকি কর্মীদের দিয়ে বলে পাঠাচ্ছিলেন, অপেক্ষা করতে হবে। ভাবুন কী অপমানজনক! একটা ইস্তফাপত্র সই করতে এতখানি ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন।" সুচেতনের আরও অভিযোগ, ইন্দ্রনীলের সংস্থায় যে রেকর্ডিস্ট ও অন্যান্য সঙ্গীতশিল্পীরা কাজ করতেন, তাঁরা অনেক সময় ঠিকমতো টাকা পেতেন না। একটা কাজ করানোর পর তাঁদের বেতন দিতেন না ইন্দ্রনীল। একসময়ে সুচেতন নিজের অর্থ থেকে ওই শিল্পীদের কাজের টাকা মিটিয়েছিলেন বলেও দাবি করেন। সবমিলিয়ে সুচেতন এতটাই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে তিনি দলকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাবার অসুস্থতা বা অন্য কোনও কারণে যেন ইন্দ্রনীল সেন তাঁদের বাড়ির আশেপাশে আসতে না পারেন। এমনকী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রয়াণেও তৎকালীন মন্ত্রীকে নিজেদের পাম অ্যাভিনিউর বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাননি সুচেতন। সেই ইন্দ্রনীল জেলবন্দি হওয়ায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সন্তান বলছেন, আমি খুব খুশি। নিজের পাপ আর কৃতকর্মের ফল ভোগ করবেন এবার।

মন্ত্রীর বার্তাতেই থানায় থানায় কালীপুজোর প্রস্তুতি শুরু



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ মন্ত্রী মহাশয় একবার বলেছিলেন, কালীপুজো পুলিশ কালচারের অঙ্গ। সব থানাতেই কালিমন্দির স্থাপন করা উচিত। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সব থানাতেই শুরু হয়ে গেছে কালীপুজোর প্রস্তুতি। বুধবার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় থানায় থানায় বড় করে কালীপুজো করার ডাক দেওয়ার পর জেলায় জেলায় পুলিশমহলে শক্তি আরাধানায় তৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে। বীরভূম লাগোয়া মুর্শিদাবাদে থানা স্তরে কালীপুজো এবং সেই পুজোকে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচির আয়োজন ইতিমধ্যেই দানা বেঁধেছে। আরও কয়েকটি জেলাতেও থানায় থানায় কালীপুজোর আয়োজন নিয়ে প্রস্তুতির খবর পাওয়া গিয়েছে। বুধবার বীরভূমে জেলা পুলিশের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ওই বার্তা দেন। তাঁর সেই বার্তাকে 'নির্দেশ' হিসাবেই ধরে নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক থানায় গত বছরের তুলনায় অনেক বড় করে কালীপুজো করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, দীর্ঘদিন ধরেই মুর্শিদাবাদের প্রায় সব থানার ভিতরে বা সামনে কালীমন্দির রয়েছে। কিন্তু পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ কর্মীরা সরাসরি ধর্মাচরণে যুক্ত থাকতে পারেন না। তাই এতদিন থানার পুজোগুলো 'থানার পাড়া কালীপুজো' নামে পরিচিত ছিল। এলাকার বিশিষ্টজনদের কমিটিতে রেখে থানার আধিকারিকরাই পুজো পরিচালনা করতেন। এবার সেই ছবিটা বদলাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলাতেও চিত্রটা এখন প্রায় একইরকম। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সুতি থানা প্রাঙ্গণের বড় কালীমন্দিরে এবার বড় করে পুজোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূর্তিতে নতুন রং করা হচ্ছে, সুদৃশ্য মণ্ডপও তৈরি হচ্ছে। পুজোর পর প্রায় ৮ হাজার মানুষের জন্য নরনারায়ণ সেবার আয়োজনের পাশাপাশি থাকছে বস্ত্র বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থানায় কালীপুজোর আয়োজন 'পুলিশের সংস্কৃতির অঙ্গ' বলে বুধবারের সভায় মন্তব্য করেছিলেন মন্ত্রী। কার্যত সে কথা অনুসরণ করেই বড় করে পুজোর পরিকল্পনা হয়েছে শক্তিপুর থানায়। জানা গিয়েছে, পাথরের মূর্তিতে নতুন করে রং করা হচ্ছে। আগামী ১৩ অক্টোবর ১২ হাজার মানুষের জন্য নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ি, ফরাক্কা থানা, সামশেরগঞ্জ থানা, এনটিপিসি ফাঁড়ি এবং সাগরদিঘি থানাতেও বড় করে পুজোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অভিষেকর সোডিয়াম-পটাসিয়াম কমে গেছে - ব্যাঙ্গ শুভেন্দুর



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ঃ এর আগেই পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক বলেছিলেন, অযোগ্য পুলিশদের নাম তারা লিখে রাখছে। সময় এলে তাদের বুঝে নেওয়া হবে। এই কথা শুনেই পাল্টা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন 'আমরা সব দেখছি।' অভিষেকের দাবি, রাজনৈতিক নেতাদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে একাংশের পুলিশ আধিকারিক তৃণমূলকর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছেন। তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে যাঁরা কাজ করছেন, সরকার বদলালে তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না। অভিষেক বলেন, 'যাঁরা ভাবছেন শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলি হেলনে কাজ করবেন, প্রত্যেক অফিসারকে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, সরকার যখন বদলাবে তখন কেউ বাঁচাবে না। আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়। যদি ভাবেন কারও পায়ে এসে পড়বেন, আর বেঁচে যাবেন, কেউ বাঁচাবে না। তার দায়-দায়িত্ব আমার।' অভিষেকের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার বলেন, তআমার মনে হয় যে চ্যালা ক্যামাক স্ট্রিটের টাকা তুলত, সে সব বলে দিয়েছে। ১৫ বছর সরকারে ছিল, তাই ওদেরও তিন-চারটে লোক থাকতে পারে, যাদের সঙ্গে ফেসটাইমে কথা বলে। অভিষেককে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'মনে হয় সোডিয়াম- পটাশিয়ামের সমস্যা হয়েছে। নিউইয়র্কে যেতে চাইছেন যান। আমরা এনওসি করে দেব। আমরা সব দেখছি।'

রাজ্য তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ পদকের লড়াইয়ে রাজ্যের ৩১০ জন প্রতিযোগী

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, পাণ্ডুয়া, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ঃ অডিটোরিয়ামজুড়ে তখন শুধুই উচ্ছ্বাস, করতালি আর কচিকাঁচাদের চিৎকার। কেউ প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিতে মরিয়া, কেউ আবার নিখুঁত কৌশলে বিচারকদের নজর কাড়ার চেষ্টা করছে। পদক জয়ের লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৩১০ জন প্রতিযোগীর লড়াইয়ে শনিবার জমে উঠল ১১ তম রাজ্য তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হুগলির পাণ্ডুয়ায় শুরু হয়েছে দু'দিনের এই রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা। শরীর সুস্থ থাকলে মনও সতেজ থাকে; এই বার্তাকে সামনে রেখেই আয়োজিত হয়েছে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পাণ্ডুয়ার বিধায়ক তুষার মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি অসিত চ্যাটার্জি, রাজ্য সম্পাদক রূপকমল নন্দী এবং কোরিয়ান গ্র্যান্ড মাস্টার শিওং কুক জিওং। শনিবার সকাল থেকেই পাণ্ডুয়ার কল্যাণী সিনেমা হলের অডিটোরিয়াম পরিণত হয়েছিল ছোট-বড় তাইকোন্ডো প্রতিভাদের মিলনক্ষেত্রে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিযোগীদের উৎসাহ ও লড়াইয়ের মানসিকতায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পদকের পাশাপাশি প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে জাতীয় স্তরে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রূপকমল নন্দী জানান, প্রতিযোগিতায় পুমসে, খারোগী ও স্পিড কিকিং;এই তিনটি বিভাগে লড়াই হচ্ছে। বিভিন্ন বয়স ও বিভাগের প্রতিযোগীরা নিজেদের শারীরিক সক্ষমতা, গতি, ভারসাম্য ও কৌশল প্রদর্শন করছেন। আয়োজকদের বক্তব্য, রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগের চ্যাম্পিয়নরা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। ফলে নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে এই চ্যাম্পিয়নশিপ শুধুমাত্র পদক জয়ের মঞ্চ নয়, আগামী দিনে বড় মঞ্চে নিজেদের তুলে ধরারও সিঁড়ি। শনিবারের প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও পদক তুলে দেওয়া হয়। রবিবারও চলবে প্রতিযোগিতা। পাণ্ডুয়ার এই চ্যাম্পিয়নশিপে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে, তাতে বাংলায় তাইকোন্ডোর জনপ্রিয়তা ও নতুন প্রতিভার উত্থানের ছবিটাই আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

রামলীলা ময়দানের প্রতিবাদে শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি কংগ্রেসের, বাংলা থেকে দিল্লির পথে হাজার হাজার কর্মী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিকে সামনে রেখে দিল্লিতে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনে প্রস্তুত কংগ্রেস। রবিবার রাজধানীর রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের ডাকে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে রাজ্যজুড়ে কর্মীদের দিল্লি পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। শনিবার সকাল থেকেই ট্রেন ধরে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দিতে শুরু করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। পূর্বা এক্সপ্রেসের পর বিকেলে হাওড়া স্টেশন থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসেও দিল্লির পথে পাড়ি দেন একদল কর্মী। অন্যদিকে, এর পাশাপাশি শিয়ালদা রাজধানী এক্সপ্রেসেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেস কর্মীরা দিল্লি যাচ্ছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, রবিবারের এই প্রতিবাদ সভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্তত ১০ হাজার কর্মী-সমর্থক যোগ দেবেন। তাঁদের অভিযোগ, ভোট চুরির মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আঘাত করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার এবং নাগরিকত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।

অপেক্ষার অবসান, সরকারী অনুদ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২৭ সংখ্যা, রবিবার , ১৪ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

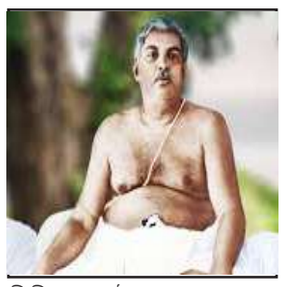
পদাতিক কবি

নিয়মিত পচা মাছ আনতেন। তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলাও হত। শুধু বলতেন, ওঁর (যাঁর কাছ থেকে মাছ কিনেছেন) বউনি হচ্ছিল না। তাই এনেছি। না হলে ওঁদের চলবে কী করে। মানুষের সঙ্গে এই সহজ সম্পর্ক ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়, কবিতায়। সক্রিয় বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পার্টি করেছেন দীর্ঘ বছর। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় । একাধিক বার জেলে গিয়েছেন তিনি। স্বাধীনতার পরে এ রকম সৌভাগ্য কোনও বাঙালি কবির কপালে আর জোটেনি। 'টোটো কম্পানি'তে লিখছেন, ''যখন জেলে গেলাম, মনে হল সেও এক ভ্রমণ। দড়িচালী থেকে ঘানিঘর ঘুরে ঘুরে দেখা। মানুষগুলো প্রত্যেকেই যেন রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বই। পড়ে শেষ করা যায় না। মামলা থাকলে জাল দেওয়া গাড়িতে রাস্তা দেখতে দেখতে কোর্টে পৌঁছনো। ভ্রমণ বৈকি। রীতিমতো ভ্রমণ। তার ওপর আছে এক জেল থেকে অন্য জেলে যাওয়া। শুনলে অনেকে হিংসে করবে। জেলে থাকার সুবাদেই আমার জীবনে প্রথম এরোপ্লেন চড়া।'' হাজতবাসকে এত সহজ করে নিতে পারে কেউ? যে সব তরুণ কবি আজকাল কথায় কথায় ডিপ্রেশনে চলে যান, তাঁরা তাঁর জেলজীবন পড়ে দেখলে তাঁদের আর ঘুমের বড়ি খেতে হবে না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯ সালের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সরকারি আবগারি বিভাগের কর্মচারী। মা ছিলেন যামিনী দেবী। নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে এক চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আমার শৈশব কেটেছে রাজশাহীর নওগাঁয়। বাবা ছিলেন আবগারির দারোগা। নওগাঁ শহর ছিল চাকরি, ব্যবসা, নানা বৃত্তিতে রত বহিরাগতদের উপনিবেশ। হিন্দু-মুসলমান এবং বাংলার নানা অঞ্চলের মানুষজনদের মেলানো-মেশানো দিলদরাজ আবহাওয়ায় আমরা একটু অন্যরকমভাবে মানুষ হয়েছিলাম। একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে যৌথ জীবন। সব সম্প্রদায়েই এমন সব মানুষের কাছে এসেছি যাঁরা স্বধর্মে গোঁড়া, কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে উদার। আমার অক্ষরপরিচয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা নওগাঁয়। পড়েছি মাইনর স্কুলে। পাঠ্যবইয়ের চেয়েও বেশি পড়েছি পাঠাগারের বই। সেই সঙ্গে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে খেলার মাঠ, গান আবৃত্তি অভিনয়ের মঞ্চ। নওগাঁ শহরের জীবন আমার ব্যক্তিত্বের গোড়া বেঁধে দিয়েছিল।' সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের মিত্র স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপর ১৯৪১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স-সহ বিএ পাস করেন। ১৯৩২-৩৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিশোর ছাত্রদল-এর সক্রিয় সদস্যরূপে যোগ দেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই সময় কবি সমর সেন তাকে দেন হ্যান্ডবুক অব মার্কসিজম নামে একটি গ্রন্থ। এটি পড়ে মার্কসীয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন কবি। সঙ্গে চলতে থাকে সাহিত্য। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদাতিক। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের বৈষম্যলাঞ্ছিত দুর্দশার বিরুদ্ধে দ্রোহ তাঁর কবিতার মূল সুর। 'পদাতিক' কবি সুভাষ।

মহিলার প্রথম বিদেশি বিবাহ

বিদেশীকে বিয়ে করে বাঙালি মেয়ের বিদেশ যাত্রা তখন সত্যিই বিরল।১৯০৭ সালের কথা,সুদূর জাপান থেকে এসে ওয়েমন তাকেদা বিয়ে করেছিলেন বাঙালি কন্যা হরিপ্রভাকে। একসময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের বেতার ঘোষকের কাজ করেছেন হরিপ্রভা বসু মল্লিক। ১৯০৭ সালে হরিপ্রভার সাথে বিয়ে হয় জাপানী যুবক ওয়েমন তাকেদার। বেশ ভাল বাংলা জানতেন ওয়েমন তাকেদার। ঢাকায় বুলবুল সোপ ফ্যাক্টারির ম্যানেজার হয়ে এদেশে এসেছিলেন। বিয়ের পাঁচ বছর পরে ১৯১২ সালে স্বামীর সাথে হরিপ্রভা জাপান বেড়াতে গিয়েছিলেন। পরে আবার গেলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হরিপ্রভার প্রথমবার স্বামীর সাথে জাপান যাত্রায় তাঁর আত্মীয় স্বজনরা ভয় পেয়েছিলেন। বারণ করেছিলেন। স্বামী সঙ্গে আছেন কিন্তু বিদেশ-বিঁভুইয়ে হরিপ্রভা তো আর কাউকে চেনেন না। এমন কি জাহাজে উঠে হরিপ্রভার মনে হয় এই দেশ ছেড়ে চলিলাম। বাহিরে ডেকের উপর দাঁড়াইয়া কলিকাতার শেষ দৃশ্যগুলি দেখিতে লাগিলাম।মনটা খুব খারাপ বোধ হইল।মনে হইল কোথায় যাচ্ছি। এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। হরিপ্রভা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন দিনলিপির আকারে, তাতে আছে প্রতিদিনের খুঁটিনাটি বিবরণ, আছে বাঙালি মেয়ের চোখের আলোয় দেখা শ্বশুরবাড়ির দেশ জাপানের অনুপুঙ্খ পরিচয়। পরবর্তী সময়ে হরিপ্রভা সম্ভবত জাপানে গিয়েছিলেন আরও দুবার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী নাগরিক তাকেদা দম্পতিকে জাপানে ফিরে যেতে হয়,বিবাহসুত্রে হরিপ্রভাও তখন জাপানের নাগরিক। বিগত শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিকে একজন বাঙালি নারী কতটা আধুনিক হতে পারেন প্রমাণ করে দিয়েছেন হরিপ্রভা বসুমল্লিক (তাকেদা)। নিজেকে যতদূর আড়াল রেখে হরিপ্রভা দিনলিপি লিখতেন।অবশ্য হরিপ্রভার 'বঙ্গ মহিলার জাপানযাত্রা' কিংবা পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে থাকা 'যুদ্ধ সময়ে জাপানের চিত্র' ঠিক আত্মবিবরণ নয়। তবু জাপান সম্পর্কে তখনকার দিনে বাঙালির তেমন কোনো ধারণাই ছিল না, সেখানে এক নারী পৌঁছে গেলে এবং নিজের চোখ দিয়ে দেখা এক নতুন সমাজ-সংস্কৃতিকে সাবলীল ভাষায় বইয়ের পাতায় উঠিয়ে আনলে, সে বইয়ের একটি আলাদা কদর তো থাকবেই! এক সময়ে যে সাহস নিয়ে বাঙালিরা বিশ্ব জয় করতে বের হয়েছিল আজকে সেই সাহস দেখতে পাওয়া খুবই মুশকিল। সাহস দেখাতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছে বাঙালিরা। যাচাই করতে পারছে না কোনটা আসল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান।

সাধক রামপ্রসাদ



হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পুজো করতে হবে। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। মানসিক শক্তি দিয়ে অপরের উপকার করতে হবে।

ভারতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ওপরে জোর দিতে হবে

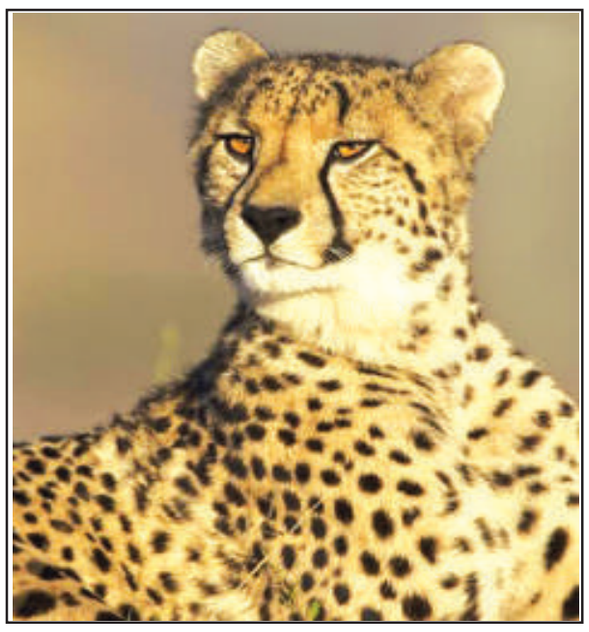
চিত্তজিৎ দত্ত

ভারতে সপ্তম চিতার মৃত্যুঘ্ন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে আত্মসমীক্ষার সময় ভারতে চলতি বছরে সপ্তম চিতার মৃত্যুর ঘটনা নিঃসন্দেহে গভীর উদ্বেগের। একসময় দেশের বনভূমি থেকে হারিয়ে যাওয়া এই দ্রুতগামী প্রাণীকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ছিল বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদক্ষেপ। কিন্তু পুনর্বাসন ও সংরক্ষণের এই দীর্ঘ যাত্রায় বারবার চিতার মৃত্যু নতুন করে প্রশ্ন তুলছে পরিকল্পনার কার্যকারিতা, বন্য পরিবেশের উপযোগিতা এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি নিয়ে। একটি বিপন্ন প্রজাতিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য তখনই সার্থক হবে, যখন তার অস্তিত্ব কেবল প্রকল্পের সাফল্যের প্রতীক হয়ে থাকবে না, বরং প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে নিরাপদে বেঁচে থাকার বাস্তব সুযোগ পাবে।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেবল কিছু প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়; এটি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ককে সুস্থ রাখার একটি দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ভারতে চিতার প্রত্যাবর্তন। কয়েক দশক আগে দেশ থেকে চিতা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর এই প্রাণীকে আবার ভারতীয় ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্তরেও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু চলতি বছরে সপ্তম চিতার মৃত্যুর খবর সেই উদ্যোগের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। প্রশ্ন উঠছে, শুধু চিতাকে দেশে ফিরিয়ে আনাই কি যথেষ্ট, নাকি তাদের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করাও সমান জরুরি, যেখানে তারা দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদে বেঁচে থাকতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে, চিতা কোনও সাধারণ প্রাণী নয়, যার অস্তিত্ব কেবল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমা বদ্ধ। এটি একটি বিশেষ ধরনের শিকারি প্রাণী, যার জীবনধারণ নির্ভর করে উপযুক্ত আবাসস্থল, পর্যাপ্ত শিকার, নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র এবং স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখার সুযোগের উপর। বন্য পরিবেশে চিতার চলাফেরা, শিকার ধরার ক্ষমতা, প্রজনন এবং বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ফলে একটি চিতাকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এনে নির্দিষ্ট অভয়ারণ্যে ছেড়ে দিলেই সংরক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হয় না। তার শারীরিক অভিযোজন, খাদ্যসংস্থান, রোগ প্রতিরোধ, প্রজনন এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

ভারতে চিতার পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশে এই প্রজাতিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এই ধরনের প্রকল্পের সাফল্য বিচার করতে গেলে আবেগের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। কতগুলি চিতা দেশে আনা হয়েছে, কতগুলি বেঁচে



রয়েছে কিংবা কতগুলি শাবকের জন্ম হয়েছে;এই পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ হলেও এগুলিই সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে চিতারা কতটা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারছে, তাদের মৃত্যুহার কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থিতিশীল জনসংখ্যা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে কি না, তার উপর।

চলতি বছরে সপ্তম চিতার মৃত্যুর ঘটনাটি তাই বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। একাধিক মৃত্যুর পরও যদি একই ধরনের ঝুঁকি থেকে যায়, তবে সেই ঝুঁকির প্রকৃতি এবং তার প্রতিকার নিয়ে গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। অবশ্য প্রতিটি মৃত্যুর কারণ এক নয়। কোনও প্রাণীর মৃত্যু রোগ, সংক্রমণ, আঘাত, প্রাকৃতিক কারণ কিংবা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার মতো বিভিন্ন কারণে হতে পারে। নির্দিষ্ট ঘটনার বিস্তারিত তথ্য এবং ময়নাতদন্তের ফল ছাড়া মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত নয়। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠবেই;প্রকল্পের প্রাথমিক অনুমান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনও ব্যবধান তৈরি হয়েছে কি না।

এখানে সংরক্ষণ ব্যবস্থার একটি মৌলিক সমস্যা সামনে আসে। অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের সূচনা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং প্রাণী স্থানান্তরের মতো দৃশ্যমান পদক্ষেপ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নির্ভর করে পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উপর, যা তুলনামূলকভাবে কম দৃশ্যমান হলেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চিতার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, আবাসস্থলের মান বজায় রাখা, শিকারের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা, প্রজনন ব্যবস্থাপনা এবং বিপদের আগাম সংকেত শনাক্ত করার মতো কাজের জন্য ধারাবাহিক বিনিয়োগ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই কাজগুলিতে সামান্য ঘাটতিও ভবিষ্যতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে।

চিতার পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আবাসস্থলের উপযোগিতা একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। একটি প্রজাতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নির্ধারণ করতে গেলে শুধু জমির পরিমাণ বিবেচনা করলেই চলে না। সেখানে পর্যাপ্ত শিকার রয়েছে কি না, প্রাণীটি নিরাপদে বিচরণ করতে পারছে কি না, জল ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা কেমন, অন্য প্রাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা কতটা এবং মানুষের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা কতটা; সবকিছু খতিয়ে দেখা জরুরি। চিতা বিস্তৃত এলাকায় চলাফেরা করতে পারে। ফলে সীমিত অঞ্চলে তার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলে খাদ্য ও বিচরণক্ষেত্র নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। একইভাবে আবাস স্থলের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা না থাকলে প্রাণীর স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিদেশি পরিবেশ থেকে আনা প্রাণীকে নতুন অঞ্চলে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া। চিতা একটি নির্দিষ্ট জলবায়ু ও বাস্তুতন্ত্রে অভ্যস্ত হলেও নতুন পরিবেশে তাকে ভিন্ন তাপমাত্রা, রোগজীবাণু, শিকার এবং প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সব প্রাণীর পক্ষে সমান সহজ নয়। তাই প্রাণী স্থানান্তরের আগে পরিবেশগত মূল্যায়ন এবং স্থানান্তরের পর নিবিড় পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। শুধু প্রথম কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস নয়, দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ও আচরণগত পরিবর্তনের উপরও নজর রাখা দরকার।

চিতার মৃত্যু নিয়ে আলোচনায় পশুচিকিৎসা ব্যবস্থার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সাধারণ গৃহপালিত প্রাণীর চিকিৎসার মতো নয়। বন্য প্রাণীকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ধরাধরি করা বা বারবার স্থানান্তর করা তার উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে, অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে দেরি হলে চিকিৎসার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। তাই দূর থেকে পর্যবেক্ষণ, উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষিত পশুচিকিৎসক এবং জরুরি চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত দল থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাপনকে অযথা ব্যাহত না করে চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে প্রযুক্তির ব্যবহারও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। জিপিএস কলার, ক্যামেরা ট্র্যাপ, দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাণীর চলাফেরা ও আচরণের পরিবর্তন সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া সম্ভব। কোনও চিতা স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র থেকে অস্বাভাবিকভাবে দূরে চলে যাচ্ছে কি না, তার চলাফেরায় হঠাৎ পরিবর্তন হচ্ছে কি না কিংবা খাদ্যগ্রহণে সমস্যা দেখা দিচ্ছে কি না, এই তথ্যগুলি ঝুঁকি শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। তবে প্রযুক্তি কখনও অভিজ্ঞ বনকর্মী, পশুচিকিৎসক এবং বাস্তুবিদদের পর্যবেক্ষণের বিকল্প হতে পারে না। বরং প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সমন্বয়ই আরও কার্যকর সংরক্ষণব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। চিতা সংরক্ষণের প্রশ্নে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণও অপরিহার্য। যে অঞ্চলে বন্যপ্রাণী পুনর্বাসনের প্রকল্প পরিচালিত হয়, সেখানকার মানুষকে তার সুফল ও সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে জানানো দরকার। বন্যপ্রাণী যদি সংরক্ষিত এলাকার বাইরে চলে যায়, তবে গবাদি পশুর ক্ষতি কিংবা মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ানো, দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বনকর্মীদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ জোরদার করা প্রয়োজন। স্থানীয় মানুষ যদি মনে করেন যে সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য তাঁদের জীবনযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, তবে দীর্ঘমেয়াদে সেই প্রকল্পের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, মানুষের সহযোগিতা ছাড়া প্রকৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন। বন ও বন্যপ্রাণীর উপর নির্ভরশীল বহু মানুষের জীবিকা, সংস্কৃতি এবং দৈনন্দিন জীবন পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। তাই সংরক্ষণকে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত নয়। বরং তাঁদের অংশীদার করে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণ, বিকল্প জীবিকার সুযোগ, প্রকৃতি নির্ভর পর্যটনের সুফল এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগানো গেলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান আরও শক্তিশালী হতে পারে।

এখানে সরকারের দায়িত্বও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বড় সংরক্ষণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং প্রকাশযোগ্য তথ্যের স্বচ্ছতা থাকা উচিত। প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে তার কারণ অনুসন্ধান করে যথাযথভাবে ফলাফল প্রকাশ করা প্রয়োজন। সব তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও, তদন্তের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে ঝুঁকি কমাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়া উচিত। এতে জনসাধারণের আস্থা বাড়বে এবং সংরক্ষণ প্রকল্পের দুর্বলতা থাকলে তা সংশোধনের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করা সহজ, কিন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বাস্তব উন্নতি নিশ্চিত করা। কোনও প্রাণীর মৃত্যু ঘটলেই পুরো প্রকল্পকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নয়। একইভাবে প্রকল্পের সাফল্যের দাবি করে মৃত্যুর ঘটনাকে গুরুত্বহীন বলে দেখানোও গ্রহণযোগ্য নয়। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং অনিশ্চয়তাপূর্ণ কাজ। তবু সেই অনিশ্চয়তাকে অজুহাত করে পরিকল্পনার দুর্বলতা উপেক্ষা করা যায় না। প্রতিটি মৃত্যুর কারণ নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখা এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা পরিবর্তন করাই দায়িত্বশীল পথ।

ভারতে চিতার প্রত্যাবর্তনকে জাতীয় গর্বের বিষয় হিসেবে দেখা হয়। এই আবেগের মূল্য রয়েছে, কারণ প্রকৃতি সংরক্ষণে জনসাধারণের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোনও প্রকল্পকে জাতীয় গর্বের প্রতীকে পরিণত করার পাশাপাশি তার বাস্তব সমস্যাগুলি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার পরিবেশও বজায় রাখতে হবে। সংরক্ষণ প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানেই সংরক্ষণের বিরোধিতা নয়। বরং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশ্ন, স্বাধীন মূল্যায়ন এবং স্বচ্ছতা প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই।

এখানে বৃহত্তর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথাও মনে রাখা জরুরি। চিতাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ হলেও ভারতের বনাঞ্চলে আরও বহু প্রজাতি আবাসস্থল হারানো, অবৈধ শিকার, দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের মুখোমুখি। কোনও একটি প্রাণীর উপর অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। চিতা যে পরিবেশে বেঁচে থাকবে, সেই পরিবেশের ঘাসভূমি, শিকার প্রজাতি, জলসম্পদ এবং অন্যান্য জীবের অস্তিত্বও সুরক্ষিত রাখতে হবে। একটি প্রজাতির দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য নির্ভর করে গোটা বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতার উপর।

ভারতে চিতার পুনঃপ্রবর্তন তাই কেবল একটি প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনার প্রকল্প নয়; এটি দেশের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ব্যবস্থার সক্ষমতারও পরীক্ষা। এই উদ্যোগ দেখিয়ে দিতে পারে, ভারত কতটা দক্ষতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশাসনিক পরিকল্পনা এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণকে একত্রিত করতে পারে। কিন্তু সেই সাফল্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। প্রাণী আমদানি, প্রাথমিক পুনর্বাসন এবং প্রচারমূলক সাফল্যের বাইরে গিয়ে আবাসস্থলের গুণমান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রজননের বাস্তব ফলাফলের উপর নজর দিতে হবে।

চলতি বছরে সপ্তম চিতার মৃত্যুর ঘটনা তাই একটি সতর্কবার্তা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সিদ্ধান্তকে দায়ী করা উচিত নয়। কিন্তু ধারাবাহিক মৃত্যুর হলে খতিয়ে দেখতে হবে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে।

থেরবাদী বৌদ্ধ উৎসব ঃ কঠিন চীবর দান

অমলেন্দু চৌধুরী

থেরবাদী বৌদ্ধদের জাতীয় উৎসবঘ্ন কঠিন চীবর দান। আষাঢ়ী পূর্ণিমা(গুরু পূর্ণীমা) থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা(কোজাগরী পূর্ণিমা) পর্যন্ত এই তিন মাস সময়কে বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের বর্ষাবাস সময়কাল বলা হয়। এইটিকে বর্ষাযাপনও বলা যায়। বিশ্বের বিশেষ করে থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে বর্ষাবাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ। সাধারণ ভাবে মানুষের এই সময়ে একটি ধারাবাহিক গতিশীল জীবন যাপন কিছুটা থমকে যায়, বর্ষায় কর্মজীবন কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। সার্বক্ষণিক ঘোরাফেরা কাজকর্ম করা স্বাভাবিক হয়না (প্রাচীন কালে এটি আরো বেশি ছিল) ২৫০০ অধিক কাল আগে, বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষু সংঘ মানবের কল্যাণে ধর্ম প্রচারের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তেন। বর্ষা ঋতুতে চতুর্দিকে বিচরণ করলে বর্ষায় জলসিক্ত ও কর্দমাক্ত পথে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সবুজ তৃণ, চারা গাছ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী পদদলিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে কিছু সাপ ইত্যাদি বিষধর প্রাণীর দংশনের সম্ভাবনা থাকে। এই সময় আবহাওয়া দুর্যোগপ্রবণ থাকে, জ্বর সর্দি কাশি ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই সমস্ত কারণে ভিক্ষু সংঘকে কোনো একটি বিশেষ জায়গায় স্থির থেকে বুদ্ধ বর্ষা ঋতু পালনের জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে কিছু নিয়ম নীতিও বেঁধে দেন। তিন মাস ব্যাপী বর্ষাঋতু উদ্যাপনের বিধি বিধান এবং বিনয় সমৃদ্ধ এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে বর্ষাবাস, বর্ষাব্রত বা বর্ষাযাপন।

প্রত্যেক ভিক্ষুকেই বর্ষাবাস পালন করতে হয়। ভিক্ষুজীবনের বয়ো জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হয় এই বর্ষাবাস পালনের মাধমে। বর্ষাব্রত পালন না করলে কোনো ভিক্ষু কঠিন চীবর গ্রহণ করতে পারেন না, আবার কঠিন চীবর গ্রহণ করতে না পারলে ভিক্ষুবিনয় অনুসারে ভিক্ষুগণ বহুবিধ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

বর্ষাবাস পালনের সঙ্গে অধিষ্ঠান ব্রত, অর্থাৎ ধ্যান, সমাধি ও বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। বর্ষাবাসকালীন ভিক্ষু সংঘের পাশাপাশি বৌদ্ধ গৃহী বা উপাসক-ঔপাসিকারাও প্রতিটি উপসথ তিথিতে অষ্টশীল বা উপসথ শীল পালন করে অধিষ্ঠান ব্রত যাপন করেন এবং শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনের মাধ্যমে। বর্ষাবাস, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, শ্রাবণী পূর্ণিম

আত্রেয়ীর তীরের জনশ্রুতি দেড় কেজির স্বর্ণালংকার ও প্রাচীন পুজোর পরম্পরা অন্যতম আকর্ষণ

দীপান্বিতা কালীপুজো ঘিরে প্রস্তুতি বালুরঘাটের বুড়াকালী মন্দিরে বাড়ছে ভক্তদের আগ্রহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৩১ অক্টোবর ঃ দীপান্বিতা অমাবস্যার কালীপুজোকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বালুরঘাটের তহবাজার এলাকার ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী



বুড়াকালী মাতা মন্দিরে। আগামী ৮ নভেম্বর রবিবার মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শহরের প্রাচীন কালীপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই পুজোয় প্রতি বছর দক্ষিণ দিনাজপুরের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর ও মালদা থেকেও বহু ভক্তের সমাগম হয়। পুজোর দিন সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা শুরু হয়। বিকেলের পর পুজো দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন পড়ে। দেবীর বিশেষ স্বর্ণসাজ অন্নভোগ পাঁঠাবলি ও বোয়াল মাছ নিবেদনের রীতি এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। বার্ষিক আরাধনাকে ঘিরে মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তুতি চলছে। বুড়াকালী মাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট সাল বা সময়কাল সম্পর্কে কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। স্থানীয়ভাবে কয়েকশো বছরের প্রাচীন পুজো বলে পরিচিত হলেও ঠিক কবে এই আরাধনার সূচনা হয়েছিল তা জানা যায়নি। মন্দিরের উৎপত্তি নিয়ে একাধিক জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম আত্রেয়ী নদীর তীর থেকে দেবীর বিগ্রহ উদ্ধারের কাহিনি। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী একসময় মন্দির ও তহবাজার সংলগ্ন এলাকা ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছিল। পাশ দিয়েই বয়ে যেত আত্রেয়ী নদী। নদীর তীরে একটি শিলাখণ্ড বা বিগ্রহ ভেসে উঠেছিল। এক তান্ত্রিক সেটি উদ্ধার করে দেবীরূপে পুজো শুরু করেন বলে প্রচলিত বিশ্বাস। সেই থেকেই বুড়াকালী মাতার আরাধনার সূচনা বলে মনে করা হয়। তবে এই কাহিনির সমর্থনে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক নথি পাওয়া যায়নি। প্রথম দিকে টিনের ঘেরা ছোট পরিসরে দেবীর পুজো হত। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে মন্দিরের পরিকাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে পাকা মন্দিরে বুড়াকালী মাতার পাশাপাশি শীতলা মাতা ও শিবের মন্দির রয়েছে। একসময় মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আত্রেয়ী নদী বর্তমানে অনেকটা পশ্চিমে সরে গেছে। নদীর গতিপথের এই পরিবর্তনের কথাও মন্দিরের ইতিহাস ঘিরে প্রচলিত নানা বর্ণনায় উঠে আসে। মন্দিরকে ঘিরে রানি রাসমণি ও নাটোরের রানি ভবানীর নামেও নানা জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে তাঁরা একসময় বজরায় চেপে আত্রেয়ী নদীপথে বুড়াকালী মাতার পুজো দিতে আসতেন। নদীর জল নিয়ে দেবীর আরাধনা করার পর ফিরে যেতেন বলে স্থানীয়ভাবে শোনা যায়। তবে এই ঘটনাগুলির সমর্থনে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নথি পাওয়া যায়নি। একইভাবে মন্দিরটিকে সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম বা গুপ্তপীঠ বলে অনেকে বিশ্বাস করলেও তার পক্ষেও প্রামাণ্য তথ্য নেই। এই কাহিনিগুলি মূলতঃ স্থানীয় জনশ্রুতি ও ভক্তদের বিশ্বাসের অংশ। দীপান্বিতা কালীপুজোর অন্যতম আকর্ষণ দেবীর বিশেষ সাজ। সারা বছর দেবীকে রুপোর মুখমণ্ডল ও অলংকারে সাজিয়ে পুজো করা হয়। তবে দীপান্বিতা অমাবস্যায় বিশেষ স্বর্ণমুখমণ্ডল ও স্বর্ণালংকারে দেবীকে সাজানোর রীতি রয়েছে। প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেবীর এই বিশেষ স্বর্ণসাজে প্রায় দেড় কেজি সোনার অলংকার ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। পুজোর দিন দেবীর এই সাজ দেখতে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। পুজো শেষে স্বর্ণালংকার নিরাপদে সংরক্ষণ করা হয়। এই বিশেষ সাজের পরম্পরা বুড়াকালী মন্দিরের পুজোর অন্যতম পরিচিত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন মন্দিরে বিশেষ অন্নভোগের আয়োজন করা হয়। পাঁঠাবলির পাশাপাশি বোয়াল মাছ নিবেদনের রীতিও রয়েছে। অতীতে প্রায় ২০ কেজি ওজনের বোয়াল মাছ ভোগ দেওয়া হত বলে জনশ্রুতি প্রচলিত। পুজোর দিন দেবীকে নিবেদিত ভোগের পাশাপাশি ভক্তদের জন্যও প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। পুজোর পরের দিন সকালে বুড়াকালী মাতা পুজো সমিতির উদ্যোগে ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। শুধু বার্ষিক পুজো নয় সারা বছরই মন্দিরে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা রয়েছে। বুড়াকালী মাতা পুজো সমিতি মন্দিরের পুজো ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার দুপুরে খিচুড়ি ভোগ এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিন অন্নভোগ দেওয়া হয়। ফলে দীপান্বিতা অমাবস্যা ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা থাকে। বিশেষ করে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে পুজো দিতে বহু মানুষ মন্দিরে আসেন। দীপান্বিতা অমাবস্যার পাশাপাশি চৈত্র সংক্রান্তিতেও বুড়াকালী মাতার বিশেষ বাৎসরিক পুজো হয়। ওই দিন দুপুরে মন্দিরে শীতলা পুজোর আয়োজন করা হয়। রাতে আত্রেয়ী নদীর তীরবর্তী কংগ্রেস ঘাটে মাশানকালীর পুজো ও পাঁঠাবলির পর বুড়াকালী মাতার আরাধনা শুরু হয় বলে প্রচলিত রীতি। এই পুজোকে ঘিরেও ভক্তদের সমাগম হয়। অন্যদিকে গত দু'বছর ধরে কৌশিকী অমাবস্যাতেও দেবীকে স্বর্ণালংকারে সাজিয়ে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। চলতি বছর তৃতীয়বারের জন্য এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও দীর্ঘদিনের আরাধনা, বিশেষ পুজোর রীতিনীতি স্বর্ণমুখমণ্ডল এবং ভোগের পরম্পরা বুড়াকালী মন্দিরকে বালুরঘাটের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই পুজোকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলার ভক্তদেরও আগ্রহ রয়েছে। সেই ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সামনে রেখেই আসন্ন দীপান্বিতা কালীপুজোর প্রস্তুতি চলছে।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩১ অক্টোবর ঃ আজ ৩১ অক্টোবর, দেশনায়ক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' পালিত হলো। এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সভাকক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার অঙ্গীকারে শপথ বাক্য পাঠ করান পুরুলিয়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (আইএএস) উৎকর্ষ সিং। দেশের ঐক্য, সংহতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুসংহত করার বার্তা দিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ সহ জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন। সর্দার প্যাটেলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়েই এদিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।



মেধা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিতে সম্মানসূচক শংসাপত্র প্রদান করলেন পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৩১ অক্টোবর ঃ এদিন পুরুলিয়া বেলগুমা পুলিশ লাইনের প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশেষ ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং জনসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯ জন পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মীকে সম্মানসূচক শংসাপত্র (Appreciation Certificate) প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অফিসারদের হাতে এই বিশেষ শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। পুরস্কার প্রাপক কর্মকর্তারা হলেন শিবনাথ পাল - আইসি, পুরুলিয়া (সদর) থানা , তাপস ঘোষ - আইসি, বোরো থানা, চন্দন কুসুম দাস - ডিআইও-১ (DIO-I) , তারাপদ মন্ডল - ওসি, মানবাজার থানা, এসআই সুকুমার হোতা - ওসি, নেতুড়িয়া থানা এসআই (এবি) রাহুল মন্ডল - ওসি, হাতুয়াড়া ট্রাফিক গার্ড এসআই মৃন্ময় ভকত - ওসি, বান্দোয়ান থানা, এসআই জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী - ওসি, এসওজি, কালীপদ মাহাতো - অ্যাকাউন্ট্যান্ট, পুলিশ অফিস, পুরুলিয়া বেলগুমা পুলিশ লাইনের সুসজ্জিত প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে জেলার অন্যান্য উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ সম্মানিত অফিসারদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উদ্যম ও সততার সাথে জনসেবায় নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানান।





জাতীয় ঐক্য দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ৩১.১০.২০২৬ তারিখে গার্ডেন রিচ-এ অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরে 'রান ফর ইউনিটি'-এর আয়োজন করা হয়।

মেট্রো রেলে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস'-এর শপথ গ্রহণ

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ ভারতে প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' পালন করা হয়। ২০১৪ সালে ভারত সরকার এই দিবসটি প্রবর্তন করে। ভারতের রাজনৈতিক একীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী স্মরণে এই দিনটি উদযাপিত হয়।



এই বিশেষ দিনটি আমাদের জাতির নিরাপত্তা, ঐক্য ও অখণ্ডতাকে আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকারকে নবায়িত করার এক চমকার সুযোগ করে দেয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ (৩১.১০.২০২৬) কলকাতা মেট্রো রেলে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' পালন করা হয়েছে। মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত আধিকারিক ও কর্মীদের 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস'-এর শপথ পাঠ করান। মেট্রো রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা জাতির ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার শপথ গ্রহণ করেন। প্রেম সাগর গুপ্ত সকল আধিকারিক ও কর্মীকে ঐক্য ও অখণ্ডতার আদর্শে নিজেদের উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি তাঁদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থাকে ধারণ করার আহ্বান জানান, যাঁর স্মৃতি ও আদর্শকে এই দিনে স্মরণ করা হয়। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, জেনারেল ম্যানেজারের নেতৃত্বে মেট্রো রেল ভবন থেকে ময়দান এলাকা পর্যন্ত একটি 'রান ফর ইউনিটি' (ঐক্যের জন্য দৌড়)-এর আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালিতে রেলকর্মী, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)-এর সদস্য, ক্রীড়াব্যক্তিত্ব এবং রেলওয়ের উর্ধ্বতন আধিকারিকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, বিভিন্ন মেট্রো স্টেশন, আরপিএফ ব্যারাক এবং তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালেও 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস'-এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

মালদায় প্রশাসনের উদ্যোগে ৯ জায়গায় বসছে বাজিবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩১ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর বাজি কিনতে এবার আর এদিক-ওদিক ছুটতে হবে না। ক্রেতাদের সুবিধার পাশাপাশি নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মালদা জেলার মোট ৯টি জায়গায় অস্থায়ী বাজি বাজার বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের ব্যবস্থাপনায় এই বাজারগুলির আয়োজন করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বাজি বাজার বসছে ইংরেজবাজার শহরের ফার্ম ময়দানে। সেখানে এবছর মোট ৫৪ জন ব্যবসায়ী অংশ নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তিনজন মহিলা ব্যবসায়ী। শুক্রবার সন্ধ্যায় ইংরেজবাজার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিএলআরও অফিস সংলগ্ন ফার্ম ময়দানে বাজি বাজার তৈরির প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার অনুপম সিং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিদ্যুৎ দফতরের প্রতিনিধিরা এবং মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক - সহ অন্যান্যরা। উত্তম বসাক জানান, ইতিমধ্যেই টিনের শেড তৈরি করে স্টল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ২ নভেম্বর বাজি বাজারের উদ্বোধন হবে। চলবে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত। মোট ৫৪টি স্টলের মধ্যে দুটি স্টল থাকবে প্রশাসনের জন্য। বাকি স্টলগুলি লটারির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। বাজারে মূলত পরিবেশবান্ধব গ্রিন ক্র্যাকার বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে। নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, ক্রেতাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সংযোগের উপর বিশেষ নজর রাখা হবে। গোটা বাজারের নিরাপত্তায় ১৭টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। ইংরেজবাজারের পাশাপাশি চাঁচল, পাকুয়াহাট, কালিয়াচক, বুলবুলচণ্ডী, গাজোল, সামসি, হরিশ্চন্দ্রপুর এবং আইহোতেও অস্থায়ী বাজি বাজার বসবে। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই জেলায় বাজির চাহিদা থাকে যথেষ্ট। তাই নির্দিষ্ট ফাঁকা জায়গায় একসঙ্গে বাজি বিক্রির ব্যবস্থা করে ক্রেতা ও ব্যবসায়ী উভয়ের সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছে প্রশাসন। বাজার ঘিরে ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রস্তুতি ও উৎসাহ শুরু হয়েছে।



বৃষ্টিতে বাড়ল তোর্সা নদীর জলস্তর, আপাতত নেই বন্যার কোনো আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৩১ অক্টোবর ঃ ভুটানের পাহাড়ি এলাকায় টানা বৃষ্টির জেরে কোচবিহারে তোর্সা নদীর জলস্তর ফের বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে । শনিবার সকাল প্রায় পাঁচটা নাগাদ আচমকাই নদীতে জলের প্রবাহ বহুগুণ বেড়ে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে প্রায় শুষ্ক অবস্থায় থাকা নদীতে হঠাৎ জল বাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে খানিকটা উৎকণ্ঠা দেখা দিলেও, আপাতত বড় ধরনের কোনো বন্যার আশঙ্কা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছে জেলা প্রশাসন । স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কোচবিহার শহর সংলগ্ন ঐতিহাসিক ফাঁসিঘাট এলাকায় তোর্সা নদীর মাঝখানে গড়ে ওঠা বালুচরের একাধিক অংশ জলে তলিয়ে গেছে। অনুমান করা হচ্ছে, দুপুর নাগাদ নদীর জলস্তর আরও কিছুটা বাড়তে পারে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি এবং নদীর জল ধারণক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করে প্রশাসন সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরম পরামর্শ দিয়েছে । উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা প্রশাসন এবং সেচ দফতর কড়া নজরদারি ও সতর্কতা বজায় রাখছে। সেচ দফতরের তরফে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, যেখান থেকে ২৪ ঘণ্টা নদীর জলস্তরের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে । একই সঙ্গে নদী তীরবর্তী এলাকার অধিবাসীদের শান্ত থাকার এবং যেকোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছে।

গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩১ অক্টোবর ঃ হুগলি জেলার বলাগড়ে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে বলাগড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ৩০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে বলাগড় থানার অন্তর্গত দুমুরদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি নীল রঙের হুন্ডাই আই১০ গাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় গাড়ির ভিতর থেকে মোট ৫২.১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপরই উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গাড়িতে থাকা দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

হারিয়ে যেতে বসেছে প্রাচীন এই মিষ্টি, ঐতিহ্য বজায় থাকলেও নবদ্বীপে কারিগর সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ৩১ অক্টোবর ঃ আকারে প্রায় ফুটবলের মতো বড়, ধবধবে সাদা রং, আর গড়নে অনেকটা কদম ফুলের মতো! দেখতে অনেকটা কদম ফুলের মতো। এর মাঝখানটা ফাঁপা থাকে, আর বাইরের অংশ হয় ধবধবে সাদা। তবে নবদ্বীপের কদমার অন্যতম আকর্ষণ



কালীপুজোয় মা কালীর হাতে থাকা এই বিশালাকার কদমা বাংলার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। নবদ্বীপের কদমার বিশেষত্ব শুধু তার স্বাদে নয়, তার আকারেও। ছোট-বড় নানা মাপের কদমা তৈরি হলেও, ফুটবলের মতো বিশাল আকৃতির কদমা দেখতে অনেকের কাছেই বিশেষ আকর্ষণের। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কদমা তৈরির শিল্পেই দেখা দিয়েছে কারিগরের আকাল। ফলে প্রশ্ন উঠছে, আগামী দিনে কি আর আগের মতো পাওয়া যাবে নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী কদমা? কালীপুজোয় মা কালীর হাতে কদমা থাকা যেন বাঙালির পরিচিত ছবি। চিনি পাক দিয়ে তৈরি এই শুকনো মিষ্টান্ন তার বিশাল আকার। ফুটবলের মতো গোলাকার বড় বড় কদমা তৈরির জন্য বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। বছরের পর বছর ধরে সেই দক্ষতাকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন এখানকার কারিগররা। শুধু কালীপুজো নয়, বাঙালির বিভিন্ন পুজো-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও কদমার ব্যবহার রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একসময় নবদ্বীপে প্রায় ১২ থেকে ১৩টি পরিবার এই কদমা তৈরির পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কারিগর বয়সের ভারে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মও এই পেশায় তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ফলে ঐতিহ্যবাহী এই মিষ্টি তৈরির দক্ষতা ক্রমশঃ সীমিত হয়ে পড়ছে। নবদ্বীপের গোসাইবাজারের এক কদমা ব্যবসায়ী জানান, এখন কদমা তৈরির উপযুক্ত কারিগর খুঁজে পাওয়াই বড় সমস্যা। চাহিদা ভাল থাকলেও পর্যাপ্ত কারিগর না থাকায় উৎপাদন বাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, কদমা তৈরির কাঁচামাল, মজুরি ও অন্যান্য খরচও বেড়েছে। ফলে কদমার দাম কিছুটা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। আরেক ব্যবসায়ী জানান, চিনির দাম, কয়লার খরচ এবং কারিগরদের মজুরি বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে কদমার দামে। বেশি দামে বিক্রি করতে গিয়ে ক্রেতাদের অসন্তোষের মুখেও পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বর্তমানে নবদ্বীপে হাতে গোনা দুই-তিন জন কারিগরকে এই কদমা তৈরির কাজে যুক্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। উৎসবের আগে তাঁদের কাজের চাপ এতটাই বেশি যে, নতুন করে অর্ডার সামলানোও কঠিন হয়ে পড়ছে। ফুটবলের মতো বিশাল কদমা থেকে শুরু করে ছোট আকারের কদমা, সবেতেই জড়িয়ে রয়েছে নবদ্বীপের ঐতিহ্য ও কারিগরদের প্রজন্মের পর প্রজন্মের অভিজ্ঞতা। কিন্তু দক্ষ কারিগরের সংখ্যা এভাবে কমতে থাকলে এই শিল্পের ভবিষ্যত কী হবে? কালীপুজোয় মা কালীর হাতে শোভা পাওয়া সেই বিশালাকার কদমা কি আগামী দিনেও একইভাবে তৈরি হবে? ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নে এখন এটাই বড় চিন্তা।

দীপাবলির আগে মাটির প্রদীপ তৈরির আধুনিক প্রযুক্তির

ইলেকট্রিক চাকার জাদুতে কম পরিশ্রমে দ্বিগুণ লাভ করছে কুমোরপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩১ অক্টোবর ঃ সামনেই দীপাবলি। আলোর রোশনাই সেজে উঠবে গোটা দেশ। ঠিক এই সময়েই প্রতি বছর কদর থাকে মাটির প্রদীপের। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম আর এই কুমোরের কাজ করতে চান না। তাই পরিশ্রম কমানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে মাটির প্রদীপ তৈরির কাজ। দুর্গাপুজার পর, আরেকটি বড় উৎসব হল দীপাবলি। দীপাবলি হল আলোর উৎসব। যদিও আজকাল বাজারে রঙিন বৈদ্যুতিক আলো পাওয়া যায়, তবুও মাটির প্রদীপের বিকল্প হতে পারেনি। জানা গেছে, আতশবাজি আর আলোয় ঘেরা দীপাবলির মরশুম। কালীপুজোর আগে ধনতেরাস, ভূত চতুর্দশী। আর তার পরের দু'দিনে পালিত হয় কালীপুজো বা শ্যামাপুজো আর দীপাবলি তথা ধনলক্ষ্মীর পুজো। দেশ জুড়ে ভাইফোঁটা পর্যন্ত টানা পাঁচ দিনের এই উৎসবের মরশুমে মনের মতো করে বাড়ি সাজান প্রায় প্রত্যেকেই। আর তার একটা বড় উপকরণই হল আলো। টুনিবাল্ব বা হরেকরকম বিদ্যুতের আলো, মোমবাতি, নানা ডিজাইনের বাহারি প্রদীপ তো আছেই। তবে এখনও সাবেক মাটির প্রদীপে সেজে ওঠে বহু বাড়ি। তবে বর্তমান দিনে পরিশ্রম কমেছে, তুলনায় রোজগারও বেড়েছে। এমনকি উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কুমোরটুলিতে। আধুনিকতা বদলে দিয়েছে কুমোরদের কাজের ধরণ। একটা সময় ছিল যখন হাতে চাকা ঘুরিয়ে মাটির বিভিন্ন সামগ্রিক তৈরি করতে হত কুমোরদের। বিশাল বড় চাকা হাতে ঘোরাতে অনেক শক্তি প্রয়োজন ছিল। এমনকি নিয়মিত উৎপাদন করার ক্ষমতাও তেমন বেশি ছিল না কুমোরদের। কাজের মান তেমন একটা ভাল হত না। কারিগররা জানিয়েছেন, ইলেকট্রিক চাকার সাহায্যে খুব অল্প সময়েই বেশি পরিমাণ মাটির সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। সেই তুলনায় খরচ কম। এতে শারীরিক শক্তিও কম লাগছে। কাজ করে অনেকটাই মজা পাচ্ছেন কুমোরেরা। এক মৃৎশিল্পী বলেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করতে আমাদের অনেক সুবিধা হচ্ছে। সময় কম লাগছে, উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলেকট্রিকের সাহায্যে চলছে এই চাকা। আমাদের পরিশ্রম কম হচ্ছে। এবছর মাটির প্রদীপ দ্বিগুণ তৈরি করা হবে গতবছরের



তুলনায়। ফলে ভাল আর্থিক লাভবান হবেন বলেই আশাবাদী কারিগররা। মজার বিষয় হল, শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে এই ইলেকট্রিক মেশিন এখন ঘণ্টায় ৫০০ প্রদীপ তৈরি করতে সক্ষম। দিনে দু'ঘণ্টা মেশিন চালিয়েই ১০০০ প্রদীপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যেসকল প্রদীপ তাঁরা পাইকারি দরে চাহিদা অনুযায়ী ১০০ পিস ৬০ থেকে ১৫০ টাকায় বিক্রি করছেন। আর এর ফলেই কম সময়ে বেড়েছে লাভ বেড়েছে অনেকটাই। আবার খুচরো বিক্রেতারাও সহজেই তাঁদের চাহিদা মতো পেয়ে যাচ্ছেন যোগান। তাঁরাও এইসকল প্রদীপ চাহিদা অনুযায়ী কখনও প্রতি পিস ২ টাকা, আবার কখনও প্রতি পিস ৫ টাকায় বিক্রি করে মোটা লাভের মুখ দেখছেন।

বাঁকুড়ায় ডিআইবি ইন্সপেক্টর জয়ন্ত পালের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৩১ অক্টোবর ঃ রেল লাইনের উপর এক পুলিশ কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে বাঁকুড়ায়। শুক্রবার বিকেলে বাঁকুড়া শহরের কেঠাররডাঙ্গা রেল ক্রসিংয়ের কাছে রাজ্য পুলিশের ইন্সপেক্টর জয়ন্ত পাল (৪২) এর দেহ উদ্ধার হয় । তিনি বাঁকুড়া পুলিশ লাইন্সের জেলা গোয়েন্দা (ডিআইবি)-তে ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গতকাল বিকেলে আরন্যক এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। তাঁর বাড়ি ছিল আসানসোল উত্তর থানা এলাকায়। ঘটনার সময় তিনি ছুটিতে ছিলেন বলে জানা গেছে। রেললাইনের পাশ থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে বিবেচনা করে তদন্ত শুরু করেছে। রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, নাকি এটি আত্মহত্যা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। বর্তমানে তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে রহস্য রয়ে গেছে এবং পুলিশি তদন্তের পরেই প্রকৃত পরিস্থিতি স্পষ্ট হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মহ আকবর লস্কর, পিতা-আজিজেল রহমান লস্কর, সাং-ভান্ডারদহ, ডোমজুড়, হাওড়া। ভান্ডারদহ মৌজায় শ্রী লক্ষন চন্দ্র পান দিগরের থেকে মনজুর লস্কর জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন। যাহার হাল দাগ নং- ৩০০ যাহার আমমোক্তার নং-৫৩১/১৩, যাহার দলিল নং-৭১৩১/২৪, নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এনড. এল. এর.ও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য

দেশের কথা

‘জেহাদিদের মেয়ে পরিচয় আর বহন করতে চাই না’, উজ্জয়িনীর রামঘাটে হিন্দুধর্ম গ্রহণের দাবি বিজেপি নেত্রী নাজিয়া ইলাহি খানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ ইসলাম ত্যাগ করে সনাতন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে দাবি করলেন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বিতর্কিত নেত্রী ও আইনজীবী নাজিয়া ইলাহি খান। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর রামঘাটে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর ধর্মান্তরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে আলোচনা। যদিও এই ঘটনাকে নাজিয়া ‘ঘর ওয়াপসি’ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

নাজিয়া ইলাহি খান দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে সনাতনী বলে দাবি করে আসছেন। তাঁর বক্তব্য, জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও নিজের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে তিনি আর আগের অবস্থানে থাকতে চান না। সম্প্রতি উজ্জয়িনীর রামঘাটে পূজা-অর্চনা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিওতে তাঁকে নিরাপত্তার মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে দেখা গিয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। ধর্মান্তরের প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের লোনি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নঃদকিশোর গুর্জরের নামও উল্লেখ করেছেন নাজিয়া। তাঁকে নিজের ‘পিতা বলে সম্বোধন করেছেন তিনি। নাজিয়ার দাবি, কঠিন সময়ে নন্দকিশোর গুর্জর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁকে নিজের গোত্র প্রদান করেছেন। এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই সনাতন ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি।

নাজিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর পূর্বপুরুষদের শিক। সনাতন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। শুধু তাঁর নিজের পরিবার নয়, ভারতের মুসলিমদের পূর্বপুরুষদের শিক।ও সনাতনী বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে এই বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত মতামত এর পক্ষে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয়নি। ইসলাম ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাজিয়া ইলাহি খান বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, ইসলামকে তিনি আর নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে চান না। জেহাদি ও জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত পরিচয় বহন করতে রাজি নন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্য ধর্মীয় পরিচয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করতে পারে। নাজিয়া দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে আলোচনায় থেকেছেন। বিজেপির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে এবং একসময় দলের সংখ্যালঘু মোর্চার মহিলা শাখার



নেতৃত্বেও ছিলেন বলে জানা যায়। বিজেপির একাধিক নেতার সঙ্গে তাঁর ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। তবে তাঁর বর্তমান সাংগঠনিক পদ সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য ছা।। তাঁকে কোনও নির্দিষ্ট পদে আসীন বলে নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা যায় না।

সম্প্রতি নাজিয়া দাবি করেছিলেন, পাকিস্তানের নম্বর থেকে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নিরাপত্তার প্রসঙ্গও উঠে আসে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে যাচাই করা তথ্য এখানে পাওয়া যায়নি। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মুম্বইয়ের একটি লেন্সকার্ট শোরুমে কর্মীদের ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের নিয়ম নিয়ে বিতর্কের সময় প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন নাজিয়া। অভিযোগ উঠেছিল, সংস্থাটি কর্মীদের তিলক পরার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, অথচ হিজাব পরার অনুমতি রয়েছে। এই অভিযোগের প্রতিবাদ জানাতে শোরুমে গিয়ে কয়েকজন কর্মীর কপালে তিলক পরিয়ে দেন তিনি এবং ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেন। যদিও সংস্থার নীতিমালা নিয়ে ওঠা অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট আলাদাভাবে যাচাই করা প্রয়োজন। ২০২২ সালে অভিনেতা রণবীর সিংয়ের নগ্ন ফটোশুটের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নাজিয়া। একটি সংখ্যালঘু মহিলা সংগঠনের চেয়ারপার্সন হিসেবে তাঁর আবেদন ছিল, ওই ছবিগুলি বাংলায় ছড়িয়ে পড়া আটকাতে আদালত হস্তক্ষেপ করুক। তাঁর যুক্তি ছিল, এই ধরনের ছবি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শিশুদের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর আগে ২০২১ সালের আগস্টে ভুয়ো আইনজীবী পরিচয় দিয়ে টাকা হাতানোর অভিযোগে কলকাতার গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ তাঁকে রাজারহাট থেকে গ্রেপ্তার করেছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অভিযোগ ছিল, মামলা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নেওয়া হয়েছিল। তবে অভিযোগ, গ্রেপ্তার এবং পরবর্তী আইনি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সংশ্লিষ্ট মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য ছাড়া তাঁকে দোষী বলা যায় না। পরে তিনি আইনজীবী হিসেবে কাজ করার লাইসেন্স পেয়েছেন এবং কলকাতা হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, উজ্জয়িনীর রামঘাটে নাজিয়া ইলাহি খানের ধর্মান্তরের দাবি নতুন করে তাঁকে সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় নিয়ে এসেছে। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীয় সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বিতর্কিত মন্তব্য, রাজনৈতিক পরিচয় এবং অতীতের ঘটনাগুলিও এই আলোচনাকে আরও তীব্র করেছে।

ব্যাঙ্কের চোখে সব স্বাভাবিক, অথচ উধাও ১৪ কোটি! সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় নজিরবিহীন জালিয়াতি

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেটলমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে মাত্র তিন দিনে গায়েব ১৩.৯৭ কোটি টাকা। ৩৬টি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে বিপুল অর্থ। অথচ ব্যাঙ্কের কোনও পরিচিত লেনদেনের মাধ্যমে সেই টাকা সরানোর প্রমাণ মিলছে না। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। ব্যাঙ্কের নথিতে লেনদেনের কোনও স্পষ্ট চিহ্ন নেই, অথচ উধাও হয়ে গিয়েছে কোটি কোটি টাকা! সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এমনই এক চাঞ্চল্যকর আর্থিক জালিয়াতির ঘটনা সামনে এসেছে। অভিযোগ, মাত্র তিন দিনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেটলমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ১৩.৯৭ কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মোট ১৮৭টি লেনদেনের মাধ্যমে এই বিপুল অর্থ ৩৬টি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তল্লাশি চালিয়েও সংশ্লিষ্ট লেনদেনগুলির কোনও স্পষ্ট হদিশ মিলছে না। ফলে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর রহস্য। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাঙ্কিং মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সাধারণত ব্যাঙ্কের প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের নির্দিষ্ট নথি থাকে। সেই নথির ভিত্তিতেই অর্থের উৎস, গন্তব্য এবং লেনদেনের সময় চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই ঘটনায় অভিযোগ, বিপুল অর্থ স্থানান্তরিত হলেও প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তদন্তকারীদের সামনে তৈরি হয়েছে একাধিক জটিল প্রশ্ন। ব্যাঙ্ক সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে এই লেনদেনগুলি হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সেটলমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১৩.৯৭ কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই লেনদেনগুলির সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এসএফএমএস সার্ভারের যোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, মাত্র তিন দিনের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এতগুলি লেনদেন হলেও সেগুলির প্রকৃত গতিপথ এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযোগ অনুযায়ী, ৩৬টি পৃথক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় এই অর্থ স্থানান্তরিত হল, কারা এর পিছনে রয়েছে এবং কীভাবে লেনদেনগুলির নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার উত্তর মেলেনি। ঘটনার সমযক্রম বিশ্লেষণ করলে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসে। ১৫ অক্টোবর, অর্থাৎ প্রথম দিনে, মাত্র ছয়টি লেনদেন হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পরদিন ১৬ অক্টোবর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৮। আর ১৭ অক্টোবর হয় ৯৩টি লেনদেন।



অর্থাৎ, প্রথম দিনের তুলনায় পরবর্তী দু’দিনে লেনদেনের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এই ধারাবাহিকতা তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে। প্রথম দিনের লেনদেন কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, তার পরের দিনগুলিতে একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল কি না এবং কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তবে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসা তথ্যের ভিত্তিতে এই জালিয়াতির নির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

অভিযোগ, ব্যাঙ্কের শাখা, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং কিংবা ইউপিআই-কোনও পরিচিত লেনদেনের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তরের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনুসন্ধান চালিয়েও লেনদেনগুলির পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে খবর। এখানেই তদন্তের জটিলতা সবচেয়ে বেশি। সাধারণত অর্থ কোথা থেকে বেরিয়েছে এবং কোন অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে, সেই তথ্যের সূত্র ধরে তদন্ত এগোয়। কিন্তু লেনদেনের রেকর্ডই যদি শনাক্ত করা না যায়, তা হলে অর্থের গতিপথ পুনর্গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির মালিকানা, অর্থ স্থানান্তরের অনুমোদন এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কার্যকলাপ খতিয়ে দেখাও জরুরি। ঘটনায় ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে এই বিপুল অঙ্কের অর্থ সরানো হল, কারা এর সঙ্গে যুক্ত এবং ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি ছিল কি না, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সার্ভারের তথ্য, লেনদেনের প্রযুক্তিগত রেকর্ড এবং অর্থ গ্রহণকারী অ্যাকাউন্টগুলির গতিবিধি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটনার পিছনে ঠিক কী পদ্ধতি কাজ করেছে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এত বড় অঙ্কের অর্থ কীভাবে তিন দিন ধরে স্থানান্তরিত হল? একাধিক লেনদেনের পরেও কেন দ্রুত সমস্যাটি শনাক্ত করা গেল না? আর্থিক লেনদেনের নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও দুর্বলতা ছিল কি না, তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী বছর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অংশীদারিত্ব বিক্রির কথা ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এমন আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ ব্যাঙ্কটির সামনে নতুন করে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। তবে আপাতত তদন্তের ফলাফলের দিকেই নজর রয়েছে। ১৩.৯৭ কোটি টাকা কীভাবে উধাও হল, ১৮৭টি লেনদেনের নথি কেন মিলছে না এবং এর পিছনে কারা রয়েছে-এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও অধরা। তদন্তে সেই রহস্যের সমাধান হয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

নেশামুক্ত ভারতের বার্তা দিতে সম্প্রীতির ফুটবল ম্যাচ পূর্বস্থলীতে, ৬-১ গোলে জয়ী বিধায়কের দল

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলীঃ নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা



বৃদ্ধি এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী থানার মাঠে অনুষ্ঠিত হলো এক সম্প্রীতির প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। পূর্বস্থলী থানার আইসি সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝি এবং পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই অভিনব ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।এই দিনের খেলায় একদিকে ছিল পূর্বস্থলী থানার আইসি সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝির নেতৃত্বাধীন দল, অন্যদিকে পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দল। মাঠে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে চলে টানটান ফুটবল লড়াই। তবে শেষ পর্যন্ত দাপট দেখিয়ে ৬-১ গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের দল। অন্যদিকে, এক গোল করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় পূর্বস্থলী থানার আইসির দলকে।এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী থানার আইসি সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝি, পূর্বস্থলী ২ ব্লকের বিডিও পারিজাত বোস-সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আয়োজকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলার মাধ্যমে যুবসমাজকে নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা। নেশার অন্ধকার থেকে যুবসমাজকে দূরে রেখে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম-এই বার্তাই তুলে ধরা হয় এ দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের একসঙ্গে মাঠে নেমে এমন উদ্যোগ এলাকায় বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। খেলার ফলাফলে বিধায়কের দল জয়ী হলেও এই ম্যাচের আসল জয় ছিল সামাজিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ার সচেতনতার বার্তা।

পাঁচ বছর অপেক্ষার পরে মিলল প্রাপ্য সম্মান

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ রাষ্ট্রপতি পদকের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ২০১৬ সালেই। ২০২১ সালে পদক এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু তার পরেও দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রাপকের। অবশেষে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরে নিজের প্রাপ্য সম্মান পেলেন সাব-ইনস্পেক্টর অভিজিৎ শঙ্কর সাউ। ঝাড়গ্রামের বর্তমান পুলিশ সুপার মানব সিংলা তাঁর হাতে রাষ্ট্রপতি পদক তুলে দেন।সূত্রের খবর, ২০১৬ সালে রাষ্ট্রপতি পদকের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিজিৎ। ২০২১ সালে পদকটি এসে পৌঁছলেও তা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। কেন এত দিন পদক প্রদান আটকে ছিল, তা নিয়ে পুলিশ মহলের একাংশে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্র মারফত অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূলের ওয়েলফেয়ার কমিটির তপন জানা ও শঙ্কর মাইতির প্রভাবের কারণে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন পুলিশ সুপারদের হাত দিয়ে পদকটি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এমনকী, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই তৎকালীন RO-কে সরিয়ে বেলপাহাড়ি থানায় পোস্টিং করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে।অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বর্তমান পুলিশ সুপার মানব সিংলার হাত থেকে পদক গ্রহণ করলেন অভিজিৎ। পাঁচ বছর ধরে আটকে থাকা স্বীকৃতি হাতে পেয়েয স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হলেন ওই পুলিশ আধিকারিক।একজন পুলিশ আধিকারিকের কাজের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এত দীর্ঘ বিলম্ব কেন হল, সেই প্রশ্ন অবশ্য থেকেই গেল।

দিল্লির দূষণ রুখতে বিরাট কোহলির সাহায্য চান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা!

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর ঃ দীপাবলির উৎসব মানেই আলো, আনন্দ এবং উদযাপন। কিন্তু উৎসবের আনন্দের মাঝেই প্রতি বছর দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একাধিক অঞ্চলে ভয়াবহ আকার নেয় বায়ুদূষণ। বিশেষ করে আতশবাজির ধোঁয়া এবং ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে রাজধানীর বাতাস হয়ে ওঠে বিষাক্ত। এই পরিস্থিতিতে দীপাবলির আগে দূষণ নিয়ন্ত্রণে অভিনব পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আর সেই পরামর্শেই উঠে এল ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা বিরাট কোহলির নাম। দূষণবিরোধী সচেতনতা প্রচারে কোহলির মতো জনপ্রিয় ক্রীড়াবিদদের কাজে লাগানোর প্রস্তাব দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার শুনানি চলাকালীন এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি এমএম সুন্ধ্রেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ মনে করছে, শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে উসাহিত করতে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শুনানির সময় বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, দূষণবিরোধী প্রচারে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না? তাঁদের মতে, জনপ্রিয় ক্রীড়াবিদ, সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং সেলিব্রিটিরা সাধারণ মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেন। তাঁদের বক্তব্য, দিল্লির ক্ষেত্রে বিরাট কোহলির মতো জনপ্রিয় ক্রিকেট তারকাদের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আদালতের প্রস্তাব, বিরাট কোহলির মতো তারকাদের দিয়ে এমন কোনও বিশেষ প্রচার বা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান তৈরি করা হোক, যা দীপাবলির আগে সাধারণ মানুষকে পরিবেশবান্ধব উসব পালনে উৎসাহিত করবে। বিচারপতিরা মনে করিয়ে দেন, দীপাবলি মূলত আলোর উসব। তাই উসবের আনঃদ বজায় রেখেই কীভাবে ক্ষতিকর দূষণ এড়ানো যায়, সেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, দিল্লিতে আতশবাজি ব্যবহারের উপর একাধিক বিধিনিষেধ থাকলেও বাস্তবে তার যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে ‘ ক্র্যাকার’ বা সবুজ বাজির নামে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর আতশবাজি বিক্রি ও ব্যবহারের অভিযোগ সামনে এসেছে। ফলে উসবের সময় বাতাসে দূষণকারী উপাদানের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। আতশবাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পিএম২.৫-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই অতি সূক্ষ্ম কণাগুলি সহজেই মানুষের ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট, কাশি, হাঁপানি এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে।

NAME CHANGE

I Pradip Kumar Dutta son of Parbati Kumar Dutta, Residing at Vill.+P.O- Kogram,P.S-Nalhati, Dist- Birbhum,W.B, do hereby Solemnly affirm and declare as follows:- That my name is Pradip Kumar Dutta son of Parbati Kumar Dutta, That Pradip Kumar Dutta son of Parbati Kumar Dutta and Pradip Datta son of Parbati Dutta is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of Ld. Executive Magistrate, at Rampurhat, Birbhum,SL.No. - 27012 , Date-17/09/26 ,

ভগবানের সেবা

স্বপ্না মাহাতো ঃ যখন মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেম প্রস্ফুটিত হয় তখন সে তৃপ্ত হয়, ভগবান সকলের আস্বাদন করছেন, এবং তিনি আস্বাদনকারি, ভগবান নিজে সবকিছু ভোগ করেন, ভগবান নিজেই দাম্পত্য পোশাক পরেন, ভগবান নিজেই বরের গাড়ির বাহক, আবার তিনিই বর, ভগবান সবার মধ্যে প্রবেশ করে আছেন, এবং তিনি সবার মধ্যে পরিব্যপ্ত, ভগবান যৌবন দান করেন কয়েক দিনের অতিথি হিসাবে, মানুষ তারপর ম্লান হয়ে গিয়ে মরে যায়, যতক্ষন যৌবন আছে ভগবানের ভালোবাসা প্রফুল্ল থাকে, ভগবান নিজেই বধু, এবং ভগবান নিজেই বর, ভগবান নিজে অনেক উপায়ে ভালোবাসেন, ভগবান নিজেই ভাই, নিজেই বোন, ভগবান নিজেই সন্তান এবং ভগবান নিজেই মা বাবা হয়ে সব ভালোবাসা উপভোগ করেন, ভগবান নিজেই ছাত্র, ভগবান নিজেই শিক্ষক, ভগবান নিজেই অফিস ম্যানেজার, ভগবান নিজেই কর্মচারী , ভগবান নিজেই দোকানদার, ভগবান নিজেই খরিদ্দার, ভগবান সমস্ত বিশ্বকে তাঁর হাতে ধরে রেখেছেন, ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এবং মহাবিশ্ব জুড়ে সবুজ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, ভগবান নিজেই মা হয়ে শিশুকে কোলে নিচ্ছেন, আবার ভগবান নিজেই শিশু হয়ে খেলা করছেন

ক্রিকেট ও গণিতকে একসূত্রে গেঁথে অভিনব কীর্তি সুন্দরবনের শিক্ষকের



সুন্দরবন, ৩১ অক্টোবর ঃ ভারতে ক্রিকেট শুধু একটা খেলার নাম নয়, এটা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে একটা আবেগ। ভারতীয় দল মাঠে নামলে কোটি কোটি দর্শক বসে যান টেলিভিশনের সামনে। প্রত্যেক ডেলিভারিতেই বদলে যায় স্কোরবোর্ড, ঘুরে যায় ম্যাচের মোড়, তৈরি হয় নতুন নতুন রেকর্ড, পরিসংখ্যান। আর এইসব নিয়ন্ত্রিত হয় গণিতের মাধ্যমে। এইগুলিকে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতি।সম্প্রতি গণিত ও ক্রিকেটের এই গভীর সম্পর্ককে সামনে নিয়ে এলেন সু ন্দরবনের সন্দেশখালির সুকদোয়ানী গাববেড়িয়া দয়ালচাঁদ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের গণিত শিক্ষক ভাস্কর পাল। তিনি ক্রিকেটে ব্যবহৃত গণিতের বিভিন্ন শাখা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করে চলেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ৬০ টি গাণিতিক পদ্ধতিকে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত করেন এবং সেগুলিকে সহজভাবে সমাধান করেন। তাঁর এই কাজের জন্য তিনি এক্সক্লুসিভ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সোদপুরের নাটাগড়, মহেন্দ্রনগরের বাসিন্দা ভাস্কর পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করেন। এর আগে তিনি ১০০ টি ভিন্ন লিপিতে গাণিতিক সংখ্যা লিখে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।এক সাক্ষাৎকারে ভাস্করবাবু জানান আগামী প্রজন্মকে গণিত বিষয়ে উৎসাহিত করতে তিনি নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকেন। ’সু ন্দরবন শ্রীধরাচার্য গণিত ক্লাব’ তৈরি করে সেখানে গণিতকে সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে শেখানোর নানা কৌশল উদ্ভাবনে তিনি সক্রিয় রয়েছেন। ক্রিকেটের মতোই গণিতকে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তুলতে তাঁর এই উদ্যোগ। তাঁর মতে গণিতকে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত করলে তা ছাত্র-ছাত্রীদের শিখতে অনেক বেশি আগ্রহী করবে। ক্রিকেটের আকর্ষণে গণিত শিখলে তাদের শিখতে ও বুঝতে সহজ হবে বলে তিনি মনে করেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে শ্রদ্ধা জানাল শিয়ালদহ ডিভিশন



কলকাতা, ৩১ অক্টোবরঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিয়ালদহ ডিভিশন অত্যন্ত উৎসাহ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে ‘রাষ্ট্রীয় একতা দিবস’ পালন করল। জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ২০০ জনেরও বেশি আধিকারিক, কর্মী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচির সূচনা হয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে। তাঁর দূরদৃষ্টি, নিষ্ঠা এবং দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য ভূমিকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা এবং ইআরডব্লিউডব্লিউও-এর সভানেত্রী শ্রীমতি নিধি সাক্সেনার নেতৃত্বে উপস্থিত সকল আধিকারিক ও কর্মী ‘রাষ্ট্রীয় একতা শপথ’ গ্রহণ করেন। এই শপথের মাধ্যমে তাঁরা দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ‘রান ফর ইউনিটি’ বা ‘একতার দৌড়’-এর মাধ্যমে। এতে ডিআরএম শ্রী রাজীব সাক্সেনার পাশাপাশি অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরাও অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। এই দৌড়টি পারস্পরিক সংহতি, একতা এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক হিসেবে কাজ করে-যা এই বার্তাই ছড়িয়ে দেয় যে, ঐক্যই হলো আমাদের জাতির আসল শক্তি।

ফেস অথেন্টিকেশন প্রচার, লাইফ সার্টিফিকেট বা জীবন প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রচারণা কর্মসূচি

মালিগাঁও, ৩১ অক্টোবর ঃ ভারত সরকারের পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ বিভাগ এবং রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৬ সালের ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত 'দেশব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (DLC) ক্যাম্পেইন ৫.০' আয়োজন করবে। মাসব্যাপী এই প্রচারণার উদ্দেশ্য হলো ডিজিটাল ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করা এবং রেলওয়ে পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের-বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক এবং যারা পেনশন প্রদানকারী দপ্তরে যাতায়াতে সমস্যার সম্মুখীন হন-তাদের জন্য বার্ষিক লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করা। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, NFR জোনাল ও ডিভিশনাল সদর দপ্তরসহ যেসব স্থানে পেনশনভোগীদের সংখ্যা বেশি, সেখানে বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পেনশনভোগী সমিতি, ব্যাংক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় করবে, যাতে এই কার্যক্রম আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং পেনশনভোগীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যায়। এই প্রচারণার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আধার-ভিত্তিক 'ফেস অথেন্টিকেশন' বা মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ প্রযুক্তির প্রসার। এর মাধ্যমে পেনশনভোগীরা তাদের অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস (iOS) স্মার্টফোন ব্যবহার করেই লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারবেন। ফলে ব্যাংক বা পেনশন দপ্তরে সশরীরে যাওয়ার প্রয়োজন কমবে এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার ভোগান্তিও হ্রাস পাবে। ৮০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিক, সেইসাথে অসুস্থ, দুর্বল বা চলাচলে অক্ষম পেনশনভোগীদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। বয়স, অসুস্থতা বা শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে যারা নির্ধারিত ক্যাম্পগুলোতে আসতে পারবেন না, তাদের জন্য বাড়ি গিয়ে (ডোরস্টেপ) সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। রেলওয়ের নিয়োজিত কর্মীরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পেনশনভোগীদের সাহায্য করবেন। এছাড়া, কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যা বা অন্যান্য অসুবিধা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য হেল্প ডেস্ক এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থারও আয়োজন থাকবে। সম্ভব হলে, নির্ধারিত ক্যাম্পগুলোতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার মতো অতিরিক্ত সুবিধাও প্রদান করা হতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর বিভিন্ন স্থানে 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট' (জীবন প্রমাণপত্র) ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। স্থান ও তারিখগুলো হলোঃ মালিগাঁও সদর দপ্তর (৪ নভেম্বর), কাটিহার ডিভিশন ওয়েলফেয়ার সেকশন / কাটিহার (৩ নভেম্বর), রেলওয়ে ইনস্টিটিউট/ আলিপুরদুয়ার (৩ নভেম্বর), ডিআরএম অফিস/ রঙিয়া (৬ নভেম্বর), রেলওয়ে ইনস্টিটিউট/ লামডিং (৩ নভেম্বর), এনএফআর পেনশনভোগী সমিতি অফিস/ তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় (২ নভেম্বর), নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ (৪ নভেম্বর), ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের কনফারেন্স হল (৫ নভেম্বর) এবং এনএফআর কনস্ট্রাকশন সদর দপ্তর / মালিগাঁও (১৭ নভেম্বর)। এছাড়াও, এনএফআরপিএ -এর সহযোগিতায় নিম্নলিখিত স্থানগুলোতে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবেঃ জয়মতি নগর / মালিগাঁও (১২ নভেম্বর), এডিআরএম অফিস/ নিউ জলপাইগুড়ি (৬ নভেম্বর), ডিজেল শেড / মালদা (১৭ নভেম্বর), এডিইএন অফিস/ পূর্ণিয়া (২০ নভেম্বর) ও কিশনগঞ্জ (২৫ নভেম্বর), রিক্রিয়েশন ক্লাবনিউ কোচবিহার (৫ নভেম্বর), পেনশনভোগী সমিতি অফিস/ নিউ বঙাইগাঁও (২০ নভেম্বর), এডিআরএম অফিস/ গুয়াহাটি (৬ নভেম্বর), এনএফআরপিএ অফিস/ বঙাইগাঁও (১০ নভেম্বর), তিনসুকিয়া (৪ নভেম্বর), মরিয়ানি (৯ নভেম্বর) ও ফুরকাটিং (১১ নভেম্বর), এনএফআরপিএ/ এনবিকিউ অফিস (১৮ নভেম্বর), ইডব্লিউএস / নিউ বঙাইগাঁও (২০ নভেম্বর) এবং ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের কনফারেন্স হল (৬ নভেম্বর)। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পেনশনভোগীদের কল্যাণ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং নাগরিক- কেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদানের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। রেলওয়ে পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তাঁরা যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের 'লাইফ সার্টিফিকেট' জমা দেন। প্রক্রিয়াটিকে সহজ ও ঝামেলামুক্ত করতে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিতে পারেন।



পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে লিলুয়া ওয়ার্কশপে সামগ্রিক পরিদর্শন ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা করলেন

কলকাতা, ৩১ অক্টোবর ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে লিলুয়ার ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি বিস্তৃত পরিদর্শন পরিচালনা করেন এবং একটি উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন। উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা ও পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং (এস. পি. সিং), অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) সন্দীপ শুক্লা, প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার (পিসিএমএম) যতীশ কুমার, চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার (সিডব্লিউএমএলএলএইচ) এবং পূর্ব রেল ও লিলুয়া ওয়ার্কশপের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকবৃন্দ। এই পর্যালোচনায় কোচ রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকারিতা, কর্মীদের সংখ্যা ও শূন্যপদের পরিস্থিতি, ওয়ার্কশপ পরিচালনা, ওয়াগন ওভারহলিংয়ের অবস্থা, বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ, ওএইচই লাইন মেইনটেন্যান্স শেড নির্মাণের অগ্রগতি এবং ওয়ার্কশপের সামগ্রিক কার্যক্রমসহ প্রধান কর্মক্ষমতার মাপকাঠিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেনারেল ম্যানেজার চলমান কার্যক্রমগুলি পর্যালোচনা করেন এবং উৎপাদনশীলতা, গুণমান ও পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ, জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার ও পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির সময়োপযোগী বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। পোর্টিকোতে আগমন এবং ক্যাফেটেরিয়াসহ পুনর্নির্মিত সিডব্লিউএম অফিস ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়, যার পরে পুনর্নির্মিত অ্যাকাউন্টস অফিস পরিদর্শন করা হয়। অডিটোরিয়ামে ওয়ার্কশপের কর্মক্ষমতার ওপর একটি প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়, যার পরে স্বীকৃত ইউনিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলির পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। শপ-ফ্লোর পরিদর্শনের সময়, গীতিকা পাণ্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা সিকিউরিটি রুম এবং ডেপুটি সিইই (ডব্লিউ) অফিস পরিদর্শন করেন এবং নবনির্মিত এফডিএসএস / ইপিপিএফএস/ আর্থিং ডিভাইস রুম উদ্বোধন করেন। তিনি পাইপ সেকশন, প্যান্টোগ্রাফ এবং ভিসিবি পর্যালোচনা করে, সমস্ত পরিচ্ছন্নতা সরঞ্জামের প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করে এবং এমপিআই বনাম ডিপিটি পরীক্ষার প্রদর্শনীসহ ওয়েল্ডিং শপ, কাপলার ও ড্রাফ্ট গিয়ার, ট্যাঙ্ক সেকশন ও কন্ট্রোল আর্ম পর্যবেক্ষণ করে 'এ-শপ'-র নিবিড় পরিদর্শন চালান। আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নিতে, জেনারেল ম্যানেজার স্প্রিং শপে অটোমেটেড পেইন্টিং বুথ, হুইল



শপে হুইল ব্যালেন্সিং মেশিন এবং বেসিক ট্রেনিং সেন্টারে (বিটিসি) নবনির্মিত মেকাট্রনিক্স ল্যাব উদ্বোধন করেন। তিনি বন্দে ভারত র‍্যাক রক্ষণাবেক্ষণের একটি বিস্তারিত পর্যালোচনাও পরিচালনা করেন। পরিদর্শনের সমাপ্তি ঘটিয়ে গীতিকা পাণ্ডে বিশ্বেশ্বরায় পার্কে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ নেন, পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত ফ্লোরেন্স ডে স্কুল উদ্বোধন করেন এবং অফিসার্স ক্লাবে মহিলা কর্মচারীদের সাথে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। প্রথম মহিলা জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে, গীতিকা পাণ্ডে সম্পূর্ণ নারী পরিচালিত 'এলএ ব্রেক সেকশন' ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার এক সক্রিয় উদ্যোগ নেন। তিনি হাসদার রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে শত শত মহিলা কর্মচারীর সাথেও মতবিনিময় করেন, যেখানে তিনি নারীদের অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক অধিবেশন পরিচালনা করেন-তিনি কর্মীদের যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানান এবং তাঁদের মর্যাদা, সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

বন্ধ রেলগেট ভেঙে রেললাইনে হাতি, অল্পের জন্য এড়াল বড় দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩১ অক্টোবর ঃ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বন্ধ রেলগেট। শেষ পর্যন্ত সেই বাধা সরাতে ধাক্কা মেরে রেলগেট ভেঙেই রেললাইনে উঠে পড়ল একটি বুনো দাঁতাল হাতি। কিছুক্ষণ রেললাইনের উপর ঘোরাঘুরি করে অন্য পাশের রেলগেট ডিঙিয়ে কংসাবতী নদীর দিকে চলে যায় হাতিটি। শনিবার ভোররাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ঝাড়গ্রামের সরডিহা ও বাঁশতলা রেল স্টেশনের মাঝের রাসুয়া রেলগেট এলাকায়। তবে হাতির ধাক্কায় রেলগেট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ট্রেন চলাচলে কোনও বিঘ্ন ঘটেনি বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকালেই ভাঙা রেলগেট মেরামত করা হয়। বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে খড়্গপুর বন বিভাগের কলাইকুণ্ডা রেঞ্জ থেকে বেলতলা হয়ে ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের মানিকপাড়া রেঞ্জের কুসুমঘাঁটি বিটের রাসুয়া এলাকায় ঢোকে হাতিটি। শনিবার ভোররাত প্রায় তিনটে নাগাদ লালগেড়িয়া-রাসুয়া রেলগেটের কাছে পৌঁছায় সে। সেই সময় রেলগেট বন্ধ থাকায় এগোতে পারেনি হাতিটি। এরপর আপ লাইনের পাশের রেলগেটটিতে ধাক্কা মেরে সেটি ভেঙে রেললাইনে উঠে পড়ে। কিছুক্ষণ লাইনের উপর এদিক- ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর ডাউন লাইনের পাশের গেট ডিঙিয়ে কংসাবতী নদীর দিকে চলে যায়। বন দফতর সূত্রে খবর, নদী পেরিয়ে হাতিটি ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর বন বিভাগের চাঁদড়া রেঞ্জে ঢুকে পড়েছে। রাসুয়া রেলগেটের গেটম্যান জানান, হাতিটিকে আসতে দেখেই নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি ভিতরে চলে যান। পাশাপাশি রেলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে ট্রেনের গতি কমানোর অনুরোধ করেন। তাঁর কথায়, 'রেলগেট ভেঙে হাতিটি লাইনের উপর দু'বার ঘোরাঘুরি করে চলে যায়। হাতিটি আসার আগে আপ ও ডাউন, দু'টি লাইন দিয়েই মালগাড়ি গিয়েছিল। তবে হাতিটি যখন রেললাইনে ওঠে, তখন কোনও ট্রেন ছিল না।'' খড়্গপুর ডিভিশনের সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার নিশান্ত কুমার সংবাদমাধ্যমকে জানান, হাতির ধাক্কায় রেলগেট ভেঙেছে ঠিকই, তবে ট্রেন চলাচলে কোনও সমস্যা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেন চলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত রেলগেটটি মেরামতও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৮ জুলাই বাঁশতলা রেল স্টেশন সংলগ্ন রেললাইনে জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় দু'টি শাবক-সহ একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী হাতির মৃত্যু হয়েছিল। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর খড়্গপুর থেকে টাটানগর পর্যন্ত রেললাইনের দু'পাশে লোহার রেলিং বসিয়ে ঘিরে দেওয়ার কাজ শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে হাতির যাতায়াতের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আপত্তি জানায় বন দফতর। পরে সরডিহা থেকে বাঁশতলা স্টেশনের মধ্যবর্তী হাতি চলাচলের একাধিক পথ থেকে রেলিং সরিয়ে নেওয়া হয়। যদিও রেললাইনের অন্যান্য জায়গায় এখনও রেলিং রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার সময় রেললাইনের পাশের লোহার রেলিং এবং বন্ধ রেলগেটের কারণে বাধার মুখে পড়ে হাতিটি। শেষ পর্যন্ত রেলগেট ভেঙেই যাতায়াতের পথ তৈরি করে নেয় সে। বন দফতরের এক আধিকারিক জানান, হাতিটির গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। আচমকা জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে আসার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।

মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে পাশে থাকার আশ্বাস বিধায়কের, বড়ো কোবলায় বৈঠক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩১ অক্টোবর ঃ মৎস্যজীবীদের সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার



বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড় কোবলা এলাকায় এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে এলাকার মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব-অভিযোগ এবং তাঁদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিধায়ক। এদিনের বৈঠকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতির কথা শোনেন প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা যাতে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়, সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেন তিনি। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জন্য রাজ্য সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁদের অবগত করেন বিধায়ক। অনেক সময় সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানার কারণে প্রকৃত উপভোক্তারা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। তাই প্রত্যেক মৎস্যজীবী যাতে প্রকল্পগুলির বিষয়ে জানতে পারেন এবং তার সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়েও উদ্যোগী হওয়ার বার্তা দেন তিনি। বৈঠকে বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার জানান, রাজ্য সরকার মৎস্যজীবীদের পাশে রয়েছে। তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জীবিকার প্রসার এবং আর্থিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য আগামী দিনেও যা যা করণীয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দেন। বিধায়কের কাছ থেকে সরাসরি নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে খুশি এলাকার মৎস্যজীবীরা। তাঁদের আশা, এদিনের বৈঠকে উঠে আসা সমস্যাগুলির সমাধানে আগামী দিনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে বিধায়কের এই সরাসরি যোগাযোগ এবং পাশে থাকার আশ্বাসকে ঘিরে বড় কোবলা এলাকায় ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সাইবার জালিয়াতির ঘটনায় শিলিগুড়িতে গ্রেফতার বেসরকারি ব্যাঙ্কের ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ অক্টোবর ঃ শিলিগুড়িতে গ্রেফতার বেসরকারি ব্যাঙ্কের ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং সম্প্রতি তাঁর বদলি হয়েছিল বর্ধমান রোড শাখায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে ৯১ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর প্রধাননগর থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এর আগে খড়িবাড়ির বাতাসী এলাকা থেকে মানসী মিশ্র মণ্ডল নামের এক তরুণীকে গ্রেফতার করেছিল। আদালতে তোলার পর তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেই জিজ্ঞাসাবাদেই ওই তরুণীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং সাইবার জালিয়াতির চক্রের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য যোগসূত্র নিয়ে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আসে। তদন্তের অগ্রগতির জেরে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ সেবক রোডের সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক শাখায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। পুলিশের দাবি, ওই তরুণী যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি খুলেছিলেন, তার বর্তমান ঠিকানার প্রমাণের জন্য জমা দেওয়া নথিপত্রগুলিতে বেশ কিছু সন্দেহজনক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপরই তদন্তকারী দল জানতে পারে যে, সেই সময়ে ওই শাখার দায়িত্বে থাকা ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অনির্বান সিকদারের বদলি হয়ে গেছে বর্ধমান রোডের শাখায়। তথ্য যাচাইয়ের পর প্রধাননগর থানার পুলিশ বর্ধমান রোডের ওই ব্যাঙ্ক শাখায় হানা দেয় এবং দীর্ঘক্ষণ জেরার পর শুক্রবার রাতেই অভিযুক্ত অনির্বান সিকদারকে গ্রেফতার করে। রাতেই তাঁকে প্রধাননগর থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যাঙ্ক আধিকারিককে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে। সাইবার জালিয়াতির এই ঘটনায় ধৃত ব্যাঙ্ককর্মী এবং তাঁর নথি ব্যবহারের নেপথ্যে প্রকৃত কোন চক্র সক্রিয় ছিল এবং এই জালিয়াতিতে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ এখন ব্যাপক তদন্ত চালাচ্ছে।

উদ্ধার ১২০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩১ অক্টোবর ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের চেষ্টা বানচাল করল চাপড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে সীমান্তবর্তী রানাবন্ধ এলাকায় একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে ১২০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা। এই ঘটনায় কানাইয়া কুমার ঝা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি কলকাতার টালিগঞ্জের হরিদেবপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর আসে, একটি চারচাকা গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা চলছে। সেই খবরের ভিত্তিতে রানাবন্ধ এলাকায় আগে থেকেই নজরদারি শুরু করে চাপড়া থানার পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ি সেখানে পৌঁছলে সেটিকে আটকানো হয়। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১২০০ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার হয়। এরপরই গাড়ির চালক কানাইয়া কুমার ঝাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই সিরাপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে সে জানিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতকে শনিবার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হবে। উদ্ধার হওয়া সিরাপের উৎস এবং এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে চাপড়া থানার পুলিশ।

নরবলির বদলে নিবেদন করা হয় পরিবারের একজনের একফোঁটা রক্ত

কাঁকসার বনকাটির রায় পরিবারের শশ্মান কালী প্রায় ৯০০ বছরের প্রাচীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩১ অক্টোবর ঃ বদলে গেছে রাজত্ব। তবে ভগ্নপ্রায় মন্দিরে জৌলুস কমেনি পুজোর। নরবলির বদলে পরিবারের একজনের এক ফোঁটা রক্ত নিবেদন করা হয়। কাঁকসার বনকাটির রায় পরিবারের শশ্মান কালীপুজো এখন চিরাচরিত প্রথা মেনেই পুজিত হয়। বনকাটি রায় পরিবার। রাজা বল্লাল সেনের কুল গুরুর বংশধর। কথিত আছে রাজার আমলে ঘন জঙ্গল কেটে গ্রাম তৈরী হয়। তাই বনকাটি নামকরন। রাজা বল্লাল সেন বাংলাদেশ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দীক্ষাগুরু তান্ত্রিক আচার্য মহেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কাঁকসার গড়জঙ্গলে রাজ্যপাট শুরু করেন। অজয় নদী মাধ্যমে ব্যাবসা বানিজ্য সুবিধার্থে বনকাটি গ্রাম পর্যন্ত চ্যানেল খাল তৈরী করেন। বনকাটি এলাকা থেকে লাক্ষা ও কাঠ কয়লা কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হত। এবং সেখান থেকে মশলাপাতি নিয়ে আসা হত। এককথায় বনকাটি ছিল রাজা বল্লাল সেনের বানিজ্যিক কেন্দ্র। পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্য সড়কের এগারো মাইল মোড় থেকে পশ্চিম দিকে অজয় নদীর লাগোয়া বনকাটি গ্রাম। তৎকালীন সময়ে রাজার কুল গুরু মহেশ্বর প্রসাদ ওই গ্রামেই শশ্মানকালী পুজো শুরু করেন। সম্পুর্ন তান্ত্রিক মতে পুজো করতেন। কথিত আছে ছাগ, মেষ ও মহিষ বলির পাশাপাশি ওই সময় নরবলিও দেওয়া হত। যদিও বর্তমানে সেসব প্রথা উঠে গেছে। তবে পরিবারের একজন একফোঁটা রক্ত নিবেদন করেন। পরবর্তীকালে মহেশ্বর প্রসাদের বংশধর বৃটিশদের সঙ্গে কোন মামলায় ডিগ্রী পায়। তখন



বৃটিশদের কাছ থেকে রায়বাহাদুর খেতাবন পায়। আর তারপর থেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে রায় পদবি হয় আচার্যের বংশধরদের। এছাড়াও রায় পরিবারের পুর্ব পুরুষরা যাতে জল পায়, তার জন্য তাদের নামে পাঁচটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহেশ্বর প্রসাদের এক বংশধর লক্ষ্মীকান্ত রায়। সেসব মন্দির এখনও রয়েছে। তবে টেরাকোটার নকশার কাজ করা ওইসব মন্দির সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। তবে কালী মন্দির নতুন করে সংস্কার করা হয়। যেখানে রয়েছে পঞ্চমুন্ডী আসন। পুজোর নিয়মনীতি প্রসঙ্গে রায় পরিবারের প্রবীন বংশধর অনিল কুমার রায় জানান, তান্ত্রিক মতে এবং পুর্বপুরুষের লেখা পুঁথি দেখে পুজো হয়। পুজো হয়। পুজোয় বসার আগে শশ্মানে কিছু ক্রীয়াকর্ম করতে হয়। তারপর গুরুপুজন এবং মায়ের বারিঘট নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মায়ের নিজস্ব পুকুর জরুলি পুকুর থেকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। নিশিরাতে মায়ের হোম যজ্ঞ করা হয়। রায় পরিবারের ১ হাজার ৮ টি বেলপাতা। ৫ কেজি ২৫০ গ্রাম গাওয়া ঘি। তারপর ভক্তদের ঘি, বেলপাতা থাকে। এছাড়াও পরিবারের একটি ছাগ, একটি মেষ, একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। তারপর ভক্তদের মানত করা ছাগ বলি দেওয়া হয়। সবশেষে নিজের রক্ত একফোঁটা নিবেদন করতে হয়। তারপর পুর্নাহুতি দেওয়া হয়। অনিলবাবুর ছেলে বুদ্ধদেব রায় জানান, কালিপুজোয় নরনারায়ন সেবা করানো হয়। তাছাড়াও মায়ের নিত্য সেবা হয়। প্রত্যেক আমাবস্যায় হোমযজ্ঞ হয়। অনিলবাবু আরও জানান, মায়ের মন্দিরে পরিবারের ছাড়া অন্য কেউ রাত্রে থাকতে পারে না। একবার এক তান্ত্রিক মন্দিরে থাকার জেদ করেছিলেন। এবং রাত্রে শুয়ে ছিলেন। পরদিন সকালে দেখা যায় মায়ের মন্দিরের বাইরে তিনি পড়ে রয়েছেন। তিনি আরও জানান, প্রাচীন এই মন্দিরে আশপাশের গ্রাম থেকেও পুন্যার্থীরাও আসেন।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work:
1 "Temporary Installation of CCTV Surveillance System & allied IT Works in Connection with the Proposed Visit of VVIP at Pursurah, District Hooghly on 05.11.2026."
2. "Temporary Installation of IT Infrastructural Works in Connection with the Proposed Visit of VVIP at Pursurah, District Hooghly on 05.11.2026."
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-113 & 114 of 2026-27
Last date of submission of Quotation: 03.11.2026 up to 10:00 AM.
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division,
PWD

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work:
Name of Work:
1 "Temporary Installation of CCTV Surveillance System in Connection with the Proposed Visit of the VVIP for Observance of Birsa Jayanti and Other Programmes at Binpur-II Development Block, Jhargram District, at the Programme Venue and Helipad Ground on 15.11.2026."
2. "Temporary Installation of Sound System in Connection with the Proposed Visit of the VVIP for Observance of Birsa Jayanti and Other Programmes at Binpur-II Development Block, Jhargram District, at the Programme Venue on 15.11.2026"
3." Temporary Installation of AV System, Display, Internet Conn

ছোটদের এশিয়া কাপ

বাবারা ছিলেন পাকিস্তানের ত্রাস,ছেলেদের কাঁধে বদলার দায়িত্ব!



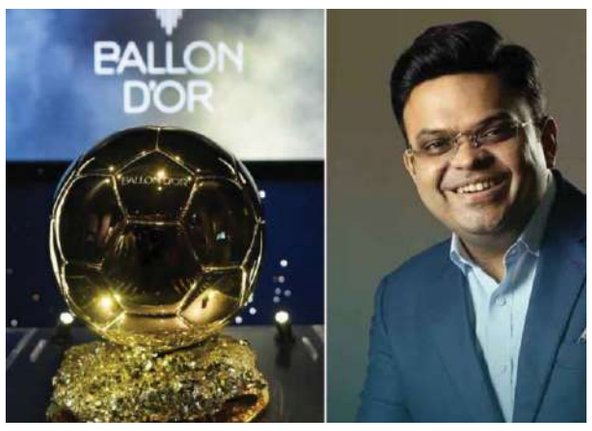
মুম্বই, ৩১ অক্টোবর ঃ একসময় বাইশ গজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে ঝড় তুলতেন তাঁরা। বীরেন্দ্র শেহওয়াগের বিধ্বংসী ব্যাটিং কিংবা রাহুল দ্রাবিড়ের অবিচল লড়াই, ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে পাক-বধের অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে এই দুই কিংবদন্তির। এবার সেই দুই তারকার পরবর্তী প্রজন্মের সামনে বড় পরীক্ষা। আসন্ন অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন শেহওয়াগ-পুত্র আর্যবীর শেহওয়াগ এবং দ্রাবিড়-পুত্র অন্বয় দ্রাবিড়। ফলে এবারের প্রতিযোগিতায় নজর থাকবে এই দুই তরুণ ক্রিকেটারের দিকে। গতবার ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হারের ক্ষত ভুলে এবার কি শিরোপা পুনরুদ্ধার করতে পারবে ভারতীয় দল? আগামী ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, নেপাল এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচটি হতে চলেছে ৮ নভেম্বর। দীপাবলির দিনই মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ১২ নভেম্বর এবং ফাইনাল ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, গতবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল ভারত। সেই দলে ছিলেন বৈভব সূর্যবংশী ও আয়ুষ মাত্রে। এবার নতুন দল নিয়ে সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠাই লক্ষ্য ভারতীয় শিবিরের। বিসিসিআই ঘোষিত ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক করা হয়েছে লক্ষ্য রায়চন্দানিকে। দলে রয়েছেন যশবর্ধন সিং চৌহান, কুশাগ্র ওঝার মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররাও। তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্রে থাকবেন আর্যবীর ও অন্বয়। ব্যাট হাতে ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন দুই তরুণ। ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত চারটি ম্যাচ খেলেছেন অন্বয় দ্রাবিড়। ৩৭ গড়ে এবং ১৩৭.১৪ স্ট্রাইক রেটে তাঁর সংগ্রহ ১৪৮ রান। এর মধ্যে রয়েছে একটি অর্ধশতরান। অন্যদিকে, আর্যবীর শেহওয়াগ তিনটি ম্যাচে ৩৬.৩৩ গড়ে এবং ১০৩.৮০ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১০৯ রান। শুধু তাই নয়, বিনু মানকড় ট্রফিতেও নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা। দুই তরুণই নিজেদের দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং একাধিক ম্যাচে শতরান করেছেন। ফলে এশিয়া কাপের মতো বড় মঞ্চে তাঁদের পারফরম্যান্স কেমন হয়, সেদিকে নজর থাকবে নির্বাচক থেকে সমর্থক, সকলেরই। আর্যবীর ও অন্বয়ের কাছে বাড়তি অনুপ্রেরণা হতে পারেন তাঁদের বাবারা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে একাধিক স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে বীরেন্দ্র শেহওয়াগের। ২০০৪ সালে মুলতানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই ৩০৯ রানের ইনিংস আজও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায়। একদিনের ক্রিকেটেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলেছেন শেহওয়াগ। অন্যদিকে, রাহুল দ্রাবিড়ের রাওয়ালপিণ্ডি টেস্টের ২৭০ রানের ইনিংস ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ২০০৪ সালে পাকিস্তানের মাটিতে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারত। সেই ঐতিহাসিক সাফল্যে বড় ভূমিকা ছিল দ্রাবিড়ের। লাহোরেও তাঁর ব্যাটে ভর করে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছিল ভারত।

মেসি-রোনাল্ডোর মতো এবার ক্রিকেটেও তারকা দ্বৈরথ?

ব্যালন ডি'অরের ধাঁচে পুরস্কার আনছে আইসিসি

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর ঃ ফুটবল দুনিয়ায় ব্যালন ডি'অর মানেই তীব্র উত্তেজনা, তারকাদের লড়াই এবং সমর্থকদের মধ্যে চরম উন্মাদনা। লিওনেল মেসি বনাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কে জিতবেন ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার, তা নিয়ে বছরের পর বছর সরগরম থেকেছে ক্রীড়াজগৎ। এবার কি ক্রিকেটেও দেখা যাবে তেমনই কোনও মহাযজ্ঞ? বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জো রুট, স্টিভ স্মিথ কিংবা বাবর আজমদের নিয়ে কি তৈরি হবে নতুন কোনও পুরস্কারের মঞ্চ? ক্রিকেটের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা আরও বাড়াতে এবার বড় পরিকল্পনা করছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। ফুটবলের ব্যালন ডি'অরের আদলে আইসিসির বর্ষসেরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ করার উদ্যোগ নিতে চলেছেন জয় শাহরা।

উল্লেখ্য, ফরাসি ম্যাগাজিন 'ফ্রান্স ফুটবল' প্রতিবছর বিশ্বের সেরা ফুটবলারকে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার দিয়ে থাকে। গোটা মরশুমের পারফরম্যান্স, ব্যক্তিগত সাফল্য এবং দলের হয়ে অবদানের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন বিজয়ী। এই পুরস্কার শুধু একজন ফুটবলারের ব্যক্তিগত সম্মান নয়, বরং বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় আকর্ষণ। ক্রিকেটেও দীর্ঘদিন ধরে বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করে আসছে আইসিসি। তবে সেই অনুষ্ঠান এখনও ব্যালন ডি'অরের মতো বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তৈরি করতে পারেনি। ২০০৪ সাল থেকে আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের পুরস্কার দেওয়া শুরু করে। পরবর্তী সময়ে এই পুরস্কারের বিভাগও বাড়ানো হয়েছে। ২০২১ সাল থেকে বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের পুরস্কারও চালু হয়। পাশাপাশি উদীয়মান ক্রিকেটার এবং বিভিন্ন ফরম্যাটের সেরা খেলোয়াড়দেরও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের পুরস্কার বিতরণীতে ভারতের জশপ্রীত বুমরাহ বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের সম্মান



পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৫ সালের জন্য প্রচলিত নিয়মে পুরস্কার বিতরণ করা হয়নি। কেন এই বিরতি? এর পিছনে রয়েছে আইসিসির বৃহত্তর পরিকল্পনা। আইসিসি সূত্রের খবর অনুযায়ী, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে আরও বড় মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থেকেই ২০২৫ সালের পুরস্কার দেওয়া স্থগিত রাখা হয়েছিল। শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি বিভাগে পুরস্কার ঘোষণা করে দায়িত্ব শেষ করতে চাইছে না বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। বরং ক্রিকেটের সেরা তারকাদের নিয়ে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চায়, যা গোটা বিশ্বের সমর্থকদের আকর্ষণের কেঃ দ্রবিঃদু হয়ে উঠবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৫ ও ২০২৬ সালের পারফরম্যান্সকে একসঙ্গে বিবেচনা করে বড় আকারে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ভাবা হচ্ছে। সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে ২০২৭ সালেই দেখা যেতে পারে এই নতুন উদ্যোগের বাস্তব রূপ। আইসিসির এক আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, ক্রিকেটের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও পরিচিত করে তোলার এটাই উপযুক্ত সময়। তাঁর মতে, আইসিসি বহু বছর ধরেই ক্রিকেটারদের সম্মানিত করছে। কিন্তু এবার সেই স্বীকৃতিকে আরও বৃহত্তর মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে ক্রিকেটপ্রেমীরাও পুরস্কার নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং নিজেদের পছঃদের তারকাকে ঘিরে উন্মাদনায় অংশ নিতে পারেন। ক্রিকেটেও কি শুরু হবে মেসি-রোনাল্ডোর মতো দ্বৈরথ? এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ক্রিকেটের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ঘিরে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হতে পারে।

আইপিএলের সবচেয়ে ধনী ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স!

৩১ অক্টোবর ঃ আইপিএল মানেই শুধু ক্রিকেটের লড়াই নয়, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা, তারকাদের উপস্থিতি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে আর্থিক প্রতিযোগিতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দলগুলির বাজারমূল্যও। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি স্পনসর শিপ, ব্র্যান্ড ভ্যালু, সম্প্রচার স্বত্ব এবং বিপুল সমর্থকগোষ্ঠীর কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজি গুলির আর্থিক গুরুত্ব এখন অনেকটাই বেশি। সম্প্রতি স্পোর্টিকোর প্রকাশিত একটি মূল্যায়নে উঠে এসেছে আইপিএলের সবচেয়ে দামি ১০টি দলের তালিকা। আর সেই তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অন্যদিকে, শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স রয়েছে চতুর্থ স্থানে। স্পোর্টিকোর প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১৯,৯৮০ কোটি টাকা। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দীর্ঘদিন ধরেই লিগের অন্যতম জনপ্রিয় দল। শক্তিশালী ব্র্যান্ড পরিচিতি এবং বিপুল সমর্থকগোষ্ঠীর সুবাদে আর্থিক মূল্যায়নেও বাকিদের পিছনে ফেলেছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তাদের বাজারদর প্রায় ১৭,৬১২ কোটি টাকা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আইপিএল ট্রফি জয়ের সাফল্য এবং বিরাট কোহলির জনপ্রিয়তা দলটির ব্র্যান্ড ভ্যালু বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিন নম্বরে রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন এই দলের বাজারমূল্য প্রায় ১৬,৬৬০ কোটি টাকা। কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্যও রয়েছে সুখবর। তিনবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স রয়েছে তালিকার চতুর্থ স্থানে। স্পোর্টিকোর হিসাব অনুযায়ী, কেকেআর-এর বাজারমূল্য প্রায় ১৬,৪৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, মুম্বই, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ের পরেই রয়েছে শাহরুখ খানের মালিকানাধীন এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। পাঁচ নম্বরে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। তাদের বাজারদর প্রায় ১৬,১৮৪ কোটি টাকা।

২৫৯ রান হজম করে হার ভারতের, ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে নীরব শ্রেয়স! দোষ দিলেন অকল্যান্ডের মাঠকে



৩১ অক্টোবর ঃ সিরিজ আগেই পকেটে এসেছিল। তাই শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার হাতছানি ছিল ভারতের সামনে। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না টিম ইন্ডিয়া। উলটে নিয়মরক্ষার ম্যাচে ৮৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারতে হল শ্রেয়স আইয়ারের দলকে। প্রথমে বোলারদের ব্যর্থতায় ২৫৯ রান হজম, তারপর ব্যাটিং বিপর্যয়ে মাত্র ১৭২ রানে গুটিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে দলের পারফরম্যান্স এবং দল নির্বাচন নিয়ে। কিন্তু ম্যাচ শেষে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের বক্তব্য ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। বোলারদের ব্যর্থতা নিয়ে কথা বললেও ব্যাটারদের ভরাডুবির জন্য সরাসরি কোনও দায় স্বীকার করলেন না তিনি। বরং অকল্যান্ডের মাঠের আকৃতি এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সমস্যার কথা তুলে ধরলেন। টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারত। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে কতটা বিপাকে ফেলবে দলকে, তা ইনিংসের শেষেই স্পষ্ট হয়ে যায়। নিউজিল্যান্ড নির্ধারিত ২০ ওভারে তুলে নেয় ২৫৯ রান। গ্লেন ফিলিপস মাত্র ৪৯ বলে ১০৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। ভারতের বোলারদের কার্যত তুলোধোনা করেন তিনি। অর্শদীপ সিং ছাড়া ভারতীয় বোলারদের পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। ময়ঙ্ক যাদবের তৃতীয় ওভারে ২০ রান ওঠে। অর্শদীপ একটি উইকেট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে ১৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেও দলের বড় বিপর্যয় আটকাতে পারেননি। ২৫৯ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারতীয় ব্যাটিংও মুখ থুবড়ে পড়ে। সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষান এবং অক্ষর প্যাটেল দ্রুত ফিরে যান। অধিনায়ক শ্রেয়স নিজেও ক্রিজে থিতু হয়েও মাত্র ২২ রান করে আউট হন। ফলে একের পর এক উইকেট হারিয়ে ১৭২ রানেই শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আগের ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স করা তরুণ বৈভব সূর্যবংশীকে কেন নিয়মরক্ষার ম্যাচে বসিয়ে রাখা হল, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। একইভাবে ভুবনেশ্বর কুমারকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ম্যাচ শেষে শ্রেয়স বলেন, বোলিং বিভাগ প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারেনি। বিশেষ করে পাওয়ারপ্লের তৃতীয় ওভারে নিউজিল্যান্ড ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। গ্লেন ফিলিপসের দুর্দান্ত শটের প্রশংসাও করেন তিনি। পাশাপাশি দলের পারফরম্যান্স খতিয়ে দেখে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। তবে ব্যাটিং বিপর্যয়ের প্রসঙ্গে অন্য যুক্তি তুলে ধরেন ভারত অধিনায়ক। শ্রেয়সের বক্তব্য, অকল্যান্ডের মাঠের চৌকো আকৃতি এবং সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না। দলের অনেক ক্রিকেটারই প্রথমবার এই মাঠে খেলছিলেন। যদিও আগের তিন ম্যাচে দলের পারফরম্যান্স ভালো ছিল বলেও মনে করিয়ে দেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, মাঠের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হলে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা কীভাবে অনায়াসে ২৫৯ রান তুলে ফেলল? ব্যাটিং বিভাগের ব্যর্থতা এবং অধিনায়কের নিজের ফর্ম নিয়েও কি আত্মসমালোচনা প্রয়োজন ছিল না? বোলারদের ব্যর্থতা যেমন হারের অন্যতম কারণ, তেমনই বড় রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটারদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। সব মিলিয়ে, সিরিজ জিতেও শেষ ম্যাচের হার ভারতীয় শিবিরের সামনে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষ করে অধিনায়ক শ্রেয়সের ম্যাচ-পরবর্তী মন্তব্য নিয়ে ক্রিকেটমহলে আলোচনা অব্যাহত।

জুনিয়র বিশ্বকাপে বয়সের কারচুপি! ফিফার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ভারতীয় কোচ

কলকাতা, ৩১ ন্ডক্টোবর ঃ এ যেন জোনাথন সুইফটের কালজয়ী কল্পকাহিনি 'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর বাস্তব সংস্করণ! একদিকে ভুটানের খুদে ফুটবলার। অন্যদিকে তাঁর প্রতিপক্ষকে দেখলে মনে হচ্ছে, বিশালদেহী কোনও দৈত্য। অথচ দু'জনেই খেলছে ফিফার অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপে! এখানেই শেষ নয়। ডমিনিকান রিপাবলিকের এক ফুটবলারের ছবিও ইতিমধ্যে ভাইরাল। ছবিতে তার দু'পাশে দাঁড়ানো একই বয়স বিভাগের দুই ফুটবলারকে দেখে মনে হচ্ছে নিতান্তই শিশু। এবার বয়স চুরির অভিযোগ ফের সামনে এসেছে জুনিয়রদের বিশ্বকাপে। বয়স ভাঁড়ানোর বিতর্ক উঠতেই সরব হয়েছেন ভারতীয় কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজও। তাঁর মতো অনেকেরই প্রশ্ন, বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় এমন অসঙ্গতি এড়ানো যাচ্ছে না কেন? অভিযোগের তির মূলত আফ্রিকার কয়েকটি দেশের দিকে।



তবে শুধু আফ্রিকান ফুটবলারদের বয়স নিয়েই প্রশ্ন উঠছে না। অন্যান্য দেশের কয়েকজন ফুটবলারের বয়স নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। কিশোর ফুটবলারদের বয়সের সঙ্গে তাঁদের শারীরিক গঠনের বিস্তর ফারাক দেখে ক্ষোভ ছড়িয়েছে দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে। প্রশ্ন উঠছে, বয়স যাচাইয়ের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বেশি বয়সের ফুটবলাররা অনূর্ধ্ব-১৫ প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাচ্ছেন? এত বড় মাপের বিশ্ব আসরে কি বয়স যাচাইয়ের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না? সাধারণত বয়সভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফুটবলারদের বয়স যাচাই করতে এমআরআই স্ক্যানের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে ১৭ বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে হাড়ের বৃদ্ধি পুরোপুরি সম্পূর্ণ না হওয়ায় এই পদ্ধতিতে বয়স নির্ধারণ বেশ জটিল। তার উপর ১৮৯টি দেশের অংশগ্রহণে এত বড় প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক ফুটবলারের বয়স যাচাইয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ফিফার ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বয়সের নিয়ম ভাঙা হয়েছে, এমন কোনও সরকারি বিবৃতিও দেয়নি ফিফা।

ফোন ব্যবহার করেন না, মেসেজের উত্তরও দেন না! সেই ধোনিই বিশ্বজয়ের পর শুভেচ্ছা জানালেন স্মৃতিকে

মুম্বই, ৩১ ন্ডক্টোবর ঃ বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ তখনও টাটকা। দীর্ঘ লড়াই, একাধিক বাধা পেরিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। আর সেই ঐতিহাসিক সাফল্যের পরই এমন একজনের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছিলেন স্মৃতি মন্ধানা, যা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই মানুষটি আর কেউ নন, ভারতের প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু ধোনির মেসেজ পেয়ে এতটা চমকে গিয়েছিলেন কেন স্মৃতি? তার পিছনে রয়েছে মাহির একেবারে নিজস্ব স্বভাব। সাধারণত ফোন ব্যবহার থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাঁকে খুব একটা সক্রিয় দেখা যায় না। সেই ধোনিই বিশ্বকাপ জয়ের পর নিজে থেকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন স্মৃতিকে! একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই অজানা অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে আনেন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা। তাঁর কথায়, বিশ্বকাপ জয়ের পর মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে তিনি অত্যন্ত অবাক হয়েছিলেন। কারণ, ধোনি যে সাধারণত ফোন ব্যবহার করেন না, তা ক্রিকেট মহলে অনেকেরই জানা। স্মৃতি বলেন, বিশ্বকাপ জয়ের পর ধোনি তাঁকে মেসেজ করেছিলেন। শুধু নিজের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাননি, বরং দলের প্রত্যেক সদস্যের কাছেও তাঁর অভিনন্দন পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। স্মৃতির কাছে



বিষয়টি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হর্ষ ভোগলে মজার ছলে স্মৃতিকে প্রশ্ন করেন, ধোনির ফোন নম্বর কি তাঁর কাছে আগে থেকেই সেভ করা ছিল? উত্তরে স্মৃতি জানান, হ্যাঁ, প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের নম্বর তাঁর কাছে আগে থেকেই ছিল। এরপর সামনে আসে আসল রহস্য। ধোনি নিজেই জানান, ভারতীয় মহিলা দলের অন্য কোনও সদস্যের ফোন নম্বর তাঁর কাছে ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের পর গোটা দলকে শুভেচ্ছা জানাতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই স্মৃতিকে বেছে নেন। মাহির কথায়, বিশ্বকাপের আগে একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে স্মৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। সেই সূত্রেই স্মৃতির নম্বর তাঁর কাছে ছিল। তাই তাঁকেই মেসেজ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন ধোনি। পাশাপাশি স্মৃতিকে অনুরোধ করেন, তাঁর শুভেচ্ছাবার্তা যেন দলের বাকি সদস্যদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, শুধু একজন ক্রিকেটারকে অভিনঃদন জানানো নয়, গোটা বিশ্বজয়ী দলকে সম্মান জানাতেই এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। এই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর কেড়েছে। সেখানে স্মৃতির পাশে বসে রয়েছেন ধোনি। তাঁর হাতে একটি ক্রিকেট বল। কথাবার্তার মাঝেই বলটি নিয়ে লোফালুফি করছিলেন তিনি। আচমকা হাত থেকে বলটি ছিটকে যায়। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই পরিচিত ক্ষিপ্রতায় ঝুঁকে সেটি ধরে ফেলেন মাহি। তাঁর এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও নেটিজেনদের নজর এড়ায়নি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় মহিলা দল। দেশের মাটিতে প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের এই সাফল্য ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। টানা তিনটি ম্যাচে হারের পরেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। এই জয়কে শুধু একটি ট্রফি জয়ের ঘটনা হিসেবে দেখেননি মহেঃদ্র সিং ধোনি। তাঁর মতে, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখিয়েছে এই সাফল্য। আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটারদের কাছেও এই বিশ্বজয় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপ জয়ের পর ধোনির সেই ছোট্ট মেসেজ স্মৃতি মন্ধানার কাছে হয়ে উঠেছিল এক বিশেষ স্মৃতি। আর মাহির বক্তব্যে পরিষ্কার, ব্যক্তিগতভাবে স্মৃতিকে শুভেচ্ছা জানালেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গোটা বিশ্বজয়ী দলকে অভিনঃদন জানানো। ক্রিকেটের ময়দানে অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন ধোনি। এবার মাঠের বাইরের এই ছোট্ট ঘটনাতেও মন জয় করলেন ক্রিকেটপ্রেমীদের।

বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ যুবরাজ সিং

মুম্বই, ৩১ ন্ডক্টোবর ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে একের পর এক তরুণ প্রতিভার উত্থান ঘটছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছেন অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী এবং ঈশান কিষানের মতো ব্যাটাররা। তাঁদের আগ্রাসী ব্যাটিং, দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা এবং ম্যাচ জেতানোর দক্ষতা ইতিমধ্যেই ক্রিকেট মহলের নজর কেড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এমন প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের কি শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটেই আটকে রাখা হচ্ছে? ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দল নির্বাচনের এই নীতি নিয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার যুবরাজ সিং। যুবরাজের মতে, অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী এবং ঈশান কিষানের মতো ক্রিকেটারদের শুধু টি-টোয়েন্টি দলের জন্য বিবেচনা করা উচিত নয়। বরং তাঁদের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে আগামী বছর একদিনের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই তরুণ ক্রিকেটারদের তৈরি করা উচিত বলে মনে করেন তিনি। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে যুবরাজ বলেন, তিনি অভিষেককে ভারতীয় ওয়ানডে দলে দেখতে চান। তাঁর কথায়, আমি অভিষেককে ওয়ানডে দলে দেখতে চাই। সত্যি কথা বলতে, অভিষেক, ঈশান কিষান এবং বৈভব সূর্যবংশীরা ৫০ ওভারের ক্রিকেট খেলার যোগ্য। কিন্তু আমরা তাঁদের দলে নিচ্ছি না। তাতে তাঁদের প্রতিভার সঙ্গে সুবিচার করা হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, অভিষেক শর্মার কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর পাশে থেকেছেন যুবরাজ। দীর্ঘদিন ধরেই অভিষেকের মেন্টর হিসেবে কাজ করছেন প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার। তরুণ এই ওপেনারের ব্যাটিংয়ের উন্নতি, মানসিক প্রস্তুতি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের উপযোগী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যুবরাজের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিষেকের প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব কাছের। যুবরাজ অবশ্য স্বীকার করেছেন, বর্তমানে ভারতীয় ওয়ানডে দলে একাধিক অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটার রয়েছেন। ফলে নতুনদের জায়গা করে দেওয়া নির্বাচকদের কাছে সহজ কাজ নয়। তবে তরুণ ক্রিকেটারদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে দ্রুত তাঁদের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। যুবরাজের কথায়, অভিষেক কঠোর পরিশ্রম করে নিজের জায়গা তৈরি করেছে। সেই কারণে ওয়ানডে দলে সুযোগ পাওয়াটা তার প্রাপ্য। তবে ভারতীয় দলের বর্তমান পরিকল্পনায় ছবিটা কিছুটা আলাদা। আগামী একদিনের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কোচ গৌতম গম্ভীর এবং নির্বাচকরা ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য দল নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। সেখানে অভিষেক শর্মা বা বৈভব সূর্যবংশীর জায়গা আপাতত নিশ্চিত নয়। অভিষেককে মূলত টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের বিশেষজ্ঞ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, বৈভব এখনও জাতীয় টি-টোয়েন্টি দলেও নিজের জায়গা পাকা করতে পারেনি। যশস্বী জয়সওয়ালের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি খুব একটা সহজ নয়। প্রতিভা ও পারফরম্যান্স থাকা সত্ত্বেও ওয়ানডে দলে নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁকে। অন্যদিকে, ঈশান কিষানের পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো। দীর্ঘ তিন বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরে তিনি রান পেয়েছেন।